NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

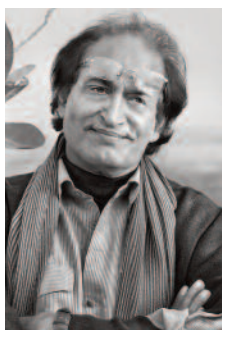

শাটার থামল চিরতরে, প্রয়াত ছবিওয়ালা রঘু রাই

পৃঃ ৭

কলকাতা ২৭ এপ্রিল ২০২৬ ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.04.2026, Vol.19, Issue No. 315, 8 Pages, Price 3.00

‘আপনারা আমাকে ভোট দিন, আমি তৃণমূল শাসন থেকে স্বাধীনতা দেব’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর ও হরিপাল: ভোটের আগে শেষ রবিবারের হাই-ভোল্টেজ প্রচারে দিনভর ঝড় তুললেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন কর্মসূচির শুরুতেই বনগাঁর ঠাকুরনগরে পৌঁছে যান মোদী। ঠাকুরবাড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রচার শুরু করেন। ঠাকুরনগরের প্রচারমঞ্চে দাঁড়িয়েই দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী, ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’, স্মরণ করিয়ে মোদী বলেন, ‘আপনারা আমাকে ভোট দিন, আমি আপনাদের তৃণমূল শাসন থেকে স্বাধীনতা দেব। এই সিন্ডিকেটরাজ থেকে মুক্তি দেব। দুর্নীতি, অসুরক্ষা, বেকারত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র বিজেপি সরকার।’

এদিন ঠাকুরনগরে দাঁড়িয়ে মোদী বলেন, ‘মতুয়ারা সম্মানের সঙ্গে নাগরিকত্ব পাবেন। ভারতবর্ষের একজন নাগরিক যে যে অধিকার পান, মতুয়ারা সব অধিকার পাবেন। দেশের সব মতুয়া শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এটা মোদীর গ্যারান্টি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি ২০১৯ সালে ঠাকুরবাড়িতে এসে বড়মার আশীর্বাদ নিয়েছিলাম। বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে মতুয়া ঠাকুরবাড়িতেও গিয়েছি। তৃণমূল সিএএ বাধা দিয়েছে। আপনারা যাঁরা তাদের ভোট দেবেন ভাবছেন, তাঁরা নিজেদের পূর্বপুরুষের মনে দুঃখ দেবেন।’ প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ‘অনুপ্রবেশ করে যাঁরা অন্যায় ভাবে ভারতবর্ষে ঢুকেছেন, ভোট গণনার আগে তাঁরা চলে যান। না হলে ৪ মে ভোট গণনার পরে সব অনুপ্রবেশকারীকে তাড়ানো হবে। তৃণমূল আপনাদের বাঁচাতে পারবে না।’

রবিবার সন্ধেয় উত্তর কলকাতায় রোড শোয়ে নরেন্দ্র মোদী। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রতিকৃতি। -নিজস্ব চিত্র

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ‘প্রথম দফার ভোটে তৃণমূলের অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখনও দ্বিতীয় দফার ভোট বাকি রয়েছে। তৃণমূল আর থাকছে না। বিজেপি সরকার আসছে। আপনারা দেখে ছেন, ১৫ বছর আগে তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের কথা বলত। এখন আর ওদের মুখে মা-মাটি-মানুষের কথা শোনা যায় না। ওরা মাকে কাঁদিয়েছে। মাটিকে সিন্ডিকেট আর অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে। আর বাংলার মানুষকে পালাতে বাধ্য করেছে।’ সন্দেশখালি থেকে আরজি কর- নারী নির্যাতন ইস্যুতেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন মোদী।

হরিপালের সভায় ‘জয় বাবা তারকনাথ’ বলে ভাষণ শুরু করেন মোদী। পাশাপাশি তাঁর মুখে শোনা যায় রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ-স্বামীজির কথাও। হরিপালে দাঁড়িয়ে তিনি বার্তা দেন, ‘বাংলায় পরিবর্তনের স্রোত বইছে।’ মোদী বলেন, ‘এই রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে। আগামী মাসে ৫ তারিখের পর এই সরকার চলে যাবে। তার পর বেছে বেছে হিসাব নেওয়া হবে। বিজেপি সরকারকে আপনারা আনুন, কৃষক থেকে সবার সমস্যা দূর হবে, যুবক-যুবতীদের চাকরি হবে। আপনারা বিজেপিকে ভোট দিন। বিজেপি আসবে, আপনাদের চিন্তা নেই, ভালো থাকবেন।’

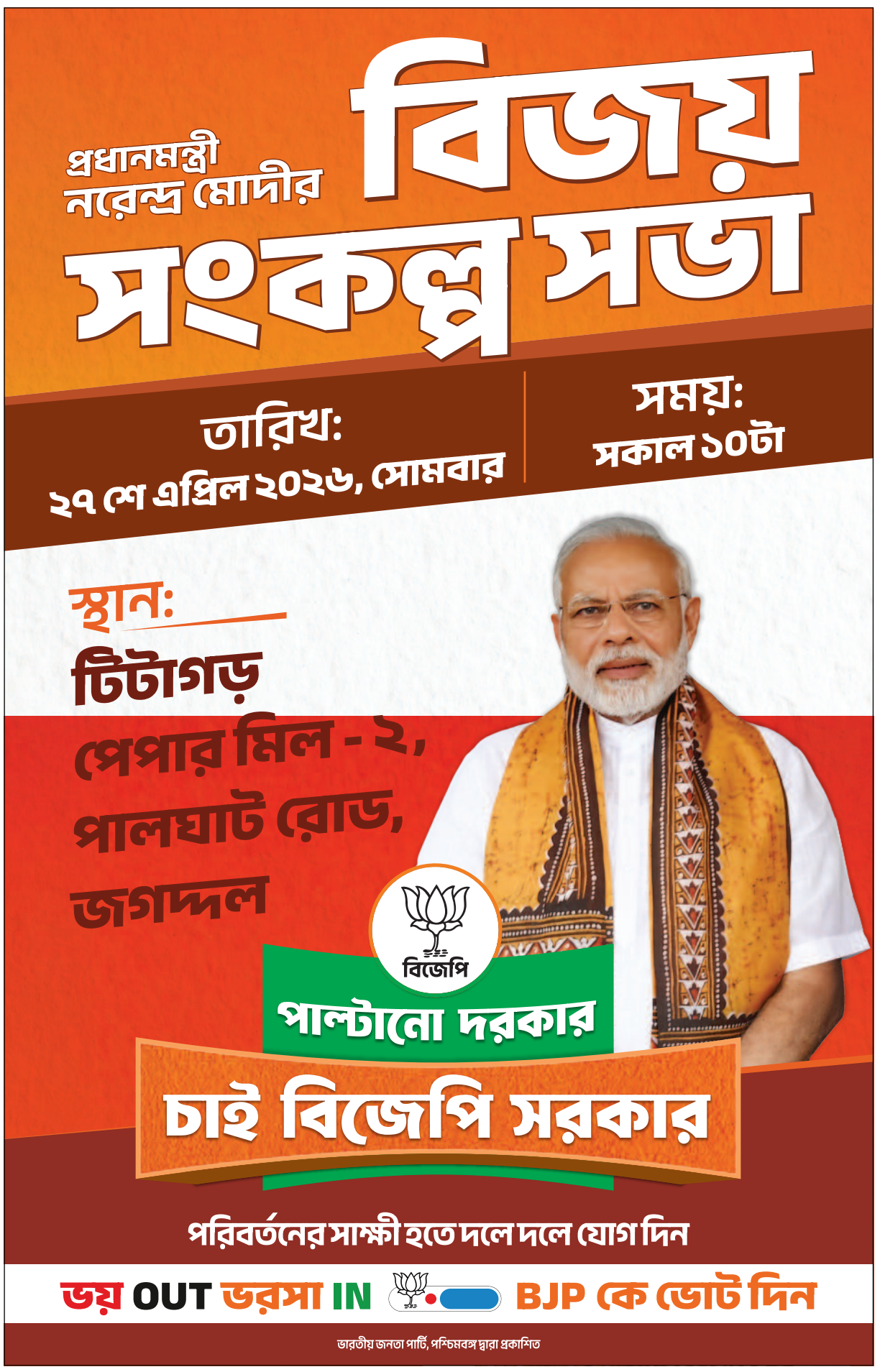

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

I, Sweta Sharma, daughter of Lakshmi Kanta Sharma, residing at Kadambini, flat no. 3/13, Chittaranjan Colony, Jyoti Singha Math, Baghajatin, Jadavpur, P.S. Jadavpur, Kolkata - 700 032, do hereby declare that the name of my father spelled as Lakshmi Kanta Sharma and the name of my mother is Dipika Sharma. Further it is hereby declared that Laxmikant Sharma and Lakshmi Kanta Sharma is same and identical person and Deepika Sharma and Dipika Sharma is same and identical person which was sworn vide Affidavit being no. 39796 dtd. 24/4/26 before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Alipore.

Change of Name

I, **PEU SAHA (BASAK) @ PEU BASAK (DOB : 26/02/1989)** W/o **PARTHA BASAK,** residing at Plot No.- 52, Sonamukhi, Hijli Co-operative, Adibasi Para, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN - 721 306 shall henceforth be known as **PEU SAHA (DOB : 26/01/1989)** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kharagpur vide Affidavit No. 4369, Dated 01/04/2026. **PEU SAHA (BASAK) @ PEU BASAK** and **PEU SAHA** both are same and identical person.

NOTICE

This is to inform that, my client **Shiv Narayan Sharma** S/o Late Mungari Sharma, R/o Khidirpur, P.O. Nimpura, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur executed General Power of Attorney in respect of **10** Dec. property, vide Deed No IV-19/2007 on 23/02/2007 at D.S.R -I, Paschim Medinipur in favour of **Badal Dolai** S/o Lt. Maheswar Dolai in respect of **10** Dec. property, Plot No. RS-497, LR-664, Khatian No. LR-486, RS-35, 328, 332, 339 & 361, J.L. No.-140, Mouza- Khidirpur, P.S.- KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx **04** Dec. area of the said property to **Usha Dolai** W/o Santosh Dolai, R/o- Bhagwanpur, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist.-Paschim Medinipur-721301, through the Deed No.- I-5572/2008 on 31/12/2008 and at approx **04.5** Dec. area of the said property to **Parasanna Dolai** S/o Lt. Bhupati Dolai & **Biswajit Dolai** S/o Parasanna Dolai R/o- Khidirpur, P.O. Nimpura, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, through the Deed No.- I-7952/2009 on 29/12/2009. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **Bandana Ghosh** W/o Subrata Ghosh, R/o 12-B, Deshapriya Park, Kolkata, W.B.-700026 executed General Power of Attorney in respect of 0.07 Dec. property, vide Deed No IV- 9857/04 on 10/09/2004 at Sub Registrar-V, New Delhi in favour of **Banibrata Basu** S/o Lt. N.K. Basu in respect of **0.07** Dec. property, Plot No. 1428, Khatian No. RS- 353, J.L. No.-233, Mouza- Panchberia, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 0.07 Dec. area of the said property to **Mira Bose** W/o Lt. Sisir Kumar Bose R/o- **Inda**, P.O. Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur- 721305, through the Deed No.- I-5786/2004 on 04/10/2004 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **Sutapa Mal** W/o Susanta Kumar Mal R/o Kharida, Nimgeria Patna, P.O. KGP, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur executed General Power of Attorney in respect of **22** Dec. property, vide Deed No IV- 12/2007 on 02/02/2007 at Kharagpur A.D.S.R in favour of **Biswajit Mondal** S/o Lt Nabadwip Mondal in respect of **22** Dec. property, Plot No. RS-82, LR-133, Khatian No. LR-301, J.L. No. 195, Mouza- Teghari, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx **04** Dec. area of the said property to **Anjana Sarkar Sharma** W/o **Rajesh Sharma,** R/o- Kharida Nayapara, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist.-Paschim Medinipur-721301, through the Deed No.-I-6301/18 on 16/08/2018 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **Naresh Kumar Rajak @ Naresh Nirmalkar** S/o Late Bhromar Lal Rajak @ Bhanwar Singh Nirmalkar, R/o Bhagwanpur, P.O. KGP, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur-721301, executed General Power of Attorney in respect of **3.50** Dec. property, vide Deed No IV-785/26 on 05/02/2026 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Bijay Kumar Panda** S/o Jagannath Panda in respect of **3.50** Dec. property, Plot No. RS-344, LR-356, Khatian No. RS- 287, LR-659, J.L. No.-141, Mouza- Bhagwanpur, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx **3.50** Dec. area of the said property to **Tulsi Ram** S/o Kamal Prasad, R/o- Bhagwanpur, P.O. KGP, P.S.- KGP(T), Dist.-Paschim Medinipur- 721301, through the Deed No.- I-2015/2026 on 25/03/2026 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭এ এপ্রিল। ১৩ ই বৈশাখ। সোম বার। একাদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলে র ও বিংশত্তরী শুক্রে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জন্মদিবস ও প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মোঃ- ৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬ / ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মগরাহাটে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিষ্ঠা পুরকাইত এবং মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সামিম আহমেদ-এর সমর্থনে জনসভা করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আয়োজিত সভা থেকে বিজেপি এবং আইএসএফকে একহাত নেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল আক্রমণই নয়, নির্বাচন কমিশনের গোপন বৈঠকের বিস্ফোরক তথ্যও এদিন জনসভা থেকে ফাঁস করেন তিনি।

অভিষেক এদিন বলেন, মগরাহাটের সভা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। সেই মঞ্চ থেকেই অভিষেক দাবি করেন, বিজেপি প্রার্থী এবং কমিশনের লোক বেশ কয়েকজন মিলে সাগরিকা হোটেলের ২০৮ নম্বর ঘরে একটি গোপন বৈঠক করেছেন। অভিষেক হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ওরা ভাবছে কেউ দেখছে না? কিন্তু সব জায়গায় আমার লোক রয়েছে। তিনি আরও জানান, ওই গোপন বৈঠকের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে এবং পুলিশ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের তদন্তে বিজেপি নেতাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের বদল করা হয়েছে। তাঁর কথায়, পুলিশ তদন্ত করছে বলেই ডায়মন্ড হারবারের পুলিশে বদল করেছে কমিশন। অফিসার বদলে আমায় জধ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু লাভ হবে না, ৪ তারিখ সব উত্তর পাবে। ডায়মন্ড হারবার থেকে মগরাহাট, সব জায়গাতেই তৃণমূলের জয়ের মার্জিন বাড়বে। এদিনের সভা থেকে আইএসএফ এবং নওশাদ সিদ্দিকীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল সেনাপতি।

রাজ্য এখন সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, ভয় আর অবিশ্বাসের শেষ চায় মানুষ: সুধাংশু ত্রিবেদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় রবিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সরাসরি আক্রমণের মুখে তুললেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ড. সুধাংশু ত্রিবেদী। তাঁর কথায়, রাজ্য আজ এক সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে; ভয় আর অবিশ্বাসের পরিসমাপ্তি চায় মানুষ। দলীয় মুখ পাত্র দেবজিত সরকারের সূচনা বক্তব্যেই শোনা যায় তীব্র সুর; দীর্ঘদিনের শাসনে দুর্নীতি ও অরাজকতা মানুষকে ক্লান্ত করেছে। সেই সুর আরও চড়া করে ত্রিবেদী অভিযোগ তোলেন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অপরাধচক্র ও তুষ্টিকরণের রাজনীতি উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, মহিলাদের জন্য প্রকৃত সুরক্ষা ও সম্মান নিশ্চিত করতে কেন্দ্র একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু রাজ্যে তার প্রতিফলন নেই। একইসঙ্গে কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন ও সীমান্ত সুরক্ষাকে সামনে রেখে একাধিক প্রতিশ্রুতিও শোনান; পাঁচ বছরে এক কোটি কাজের সুযোগ তৈরি করা হবে। রাজ্যের রাজনৈতিক ভাষ্য নিয়েও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি। তাঁর মন্তব্য, শধের মধ্যেই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে। সমগ্র বক্তব্য জুড়েই স্পষ্ট; এই নির্বাচনে বিজেপি 'বিশ্বাস' বনাম 'ভয়'-এর লড়াই হিসেবে বার্তা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

উত্তর হাওড়ায় শেষ দিনে উত্তেজনা, বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রচারের শেষ দিনে উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক আবহ হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাইয়ের সমর্থনে আয়োজিত রোড শো ঘিরেই এই উত্তেজনার সূত্রপাত। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা রবি কিষান, ফলে ভিড়ও ছিল উল্লেখযোগ্য। রোড শো একটি এলাকায় পৌঁছতেই পাশের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান ওঠে। তার পালটা জবাবে বিজেপি সমর্থকদের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি পরিস্থিতিকে দ্রুতই তীব্র করে তোলে। অল্প সময়ের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে লাঠিচার্জ করে ভিড় সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিছুক্ষণ পর এলাকা স্বাভাবিক হয়। ঘটনার পর উমেশ রাই অভিযোগ করে বলেন, শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি কঠোর হাতে সামলাবে বলে আমার বিশ্বাস। ভোটের ঠিক আগে এই ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

বুথমুখী জনতার নিরাপত্তায় নামছে সাঁজোয়া গাড়ি, ভিডিও পোস্ট স্বয়ং সিআরপিএফ ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রাক্কালে বাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অভেদ্য করতে সিআরপিএফ-এর বিশেষ সাঁজোয়া বাহিনী মোতায়েন করল নির্বাচন কমিশন। সমাজমাধ্যমে এই অত্যাধুনিক যানের ছবি প্রকাশ করে বাহিনীর প্রস্তুতির জানান দিয়েছেন স্বয়ং সিআরপিএফ ডিজি। স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নজরদারি ও ভোটারদের অভয় প্রদানে এই বিশেষ যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে প্রশাসনের অন্দরমহলের খবর।

এলাকার এক বাসিন্দা জানালেন, এত নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আগে কখনও দেখিনি। আশা করি এবার কোনো অশান্তি ছাড়াই নিজের ভোটটা দিতে পারব। অন্যদিকে, পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধীরা এই পদক্ষেপকে 'মনস্তাত্ত্বিক চাল' বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার লড়াইয়ের আগে রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভোটের উত্তাপ কমবে, নাকি বাড়বে, তা এখন সময়ের অপেক্ষা।

জগদ্দলের পূর্ব বিদ্যাধরপুরে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বিদ্যাধরপুর মিনিস্টার পাড়ায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী শিবু রায়ের বাড়িতে বোমাবাজি দুষ্কৃতীদের। অভিযোগ, রবিবার ভোর রাতে বিজেপি কর্মীর বাড়ির দেওয়ালে পরপর দুটি বোমা মারা হয়। বোমার স্প্লিন্টারে জানলার কাচ ভেঙে গিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি

থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন বিজেপি কর্মী শিবু রায়। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। ঘটনার তদন্তে জগদ্দল থানার পুলিশ। বিজেপি কর্মী শিবু রায়ের অভিযোগ, ভোর রাতের দিকে তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন বাড়ির দেওয়াল পরপর দুটি বোমা মারা হয়। বোমার শধে তিনি ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেন। শিবুর দাবি, দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে তিনি সবসময় থাকছেন। এই আক্রোশে তৃণমূলের লোকজন বাড়িতে বোমা মেরেছে। ঘটনায় তিনি আতঙ্কিত। জগদ্দল থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার বলেন, শাসকদল মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। যদিও মানুষকে তিনি আশ্বস্ত করে বলছেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আপনারা নির্ভয়ে ভোট দেবেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, যারা দলীয় কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি করেছেন। তাদেরকে পাকড়াও করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সেইসঙ্গে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

উত্তর হাওড়ায় প্রচারে তীব্র আক্রমণ, পরিবর্তনের ডাক অনুরাগ ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী উমেশ রাইয়ের হয়ে প্রচারে নেমে রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়ালেন কেন্দ্রীয় নেতা অনুরাগ ঠাকুর। দলীয় প্রার্থী উমেশ রাইয়ের সমর্থনে আয়োজিত সভা থেকে তিনি সরাসরি শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। সভামঞ্চ থেকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ২৯ তারিখে পদ্মে সমর্থন জানাবেন, আর চার তারিখে ফলাফল বদলের ইঙ্গিত দেবে। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, গত পনেরো বছরে বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে, কর্মসংস্থানের অভাব প্রকট হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে, সেই অবস্থা বদলানো এখন সময়ের দাবি। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর প্রশ্ন, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চান তো? পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবেন তো?

সভা জুড়ে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। বারবার স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের সরাসরি আক্রমণ ও আবেগঘন আহ্বান ভোটের আগে লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলছে। উত্তর হাওড়ায় ফল কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

শিবপুরে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ।

ভোটের মুখে আবহাওয়ার রদবদল, ঝড়বৃষ্টির সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ ঘনিয়ে আসতেই আবহাওয়ার আচরণে নাটকীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। গরমে ক্লান্ত দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তি আনতে পারে ঝড়বৃষ্টি, তবে তার সঙ্গে থাকছে বজ্রবিদ্যুতের আশঙ্কাও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ভোটের আগেই তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। তবে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির প্রবণতা বজায় থাকবে। তাঁর কথায়, সকালে খানিকটা আরাম মিললেও দুপুরের পর ফের অস্বস্তি বাড়বে, আর বিকেল গড়ালেই আকাশে দাপট দেখাতে পারে কালবৈশাখী। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় ভোটের দিন আবহাওয়া বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরমের দাপট কিছুটা থাকলেও সেখানে ঝড়ের তীব্রতা বেশি হতে পারে বলেই ইঙ্গিত। অন্যদিকে সমুদ্রের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। উপকূলবর্তী অঞ্চলে দমকা হাওয়ার জেরে সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, মৎস্যজীবীদের আপাতত সমুদ্রে না যাওয়াই নিরাপদ। মোটের উপর, গরম ও ঝড়; এই দুইয়ের দোলাচলে দুলতে থাকা আবহাওয়া এবার ভোটপর্বে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে বলেই মত আবহবিদদের।

বরানগরে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে এলেন অভিনেতা ও তৃণমূলের সাংসদ দেব।

ভোটের দোরগোড়ায় জেলায় জেলায় অশান্তির আঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দ্বিতীয় পর্ব এগিয়ে আসতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনার ছবি ক্রমশ প্রকট। একাধিক জেলায় রাতভর সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগে রাজনৈতিক আবহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় এক দলীয় নেতার দাবি, মিছিল শেষ হতেই আচমকা হামলা নামানো হয় আমাদের উপর। পালটা পক্ষ অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে নামে কর্মীরা।

কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে কিষাণ রেড্ডি

কলকাতা: কলকাতায় বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি. কিষাণ রেড্ডি। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত নারায়ণ চক্রবর্তী, জিষ্ণু বসু-সহ বিশিষ্ট নাগরিকরা। মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি বলেন, রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা ও উন্নয়নের স্থবিরতা নিয়ে সতর্ক করে তিনি শহুরে সচেতন ভোটারদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। আলোচনায় শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়। সভার শেষে বাংলার ভবিষ্যৎ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার বার্তাই উঠে আসে।

শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল 'কো-অর্ডিনেশন' বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ভোট পর্ব শেষ হতেই দ্বিতীয় দফাকে ঘিরে প্রস্তুতিতে গতি আনল নির্বাচন কমিশন। ১৪২টি আসনে শান্তিপূর্ণ ভোট করানোকে সামনে রেখে রবিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল গুরুত্বপূর্ণ 'কো-অর্ডিনেশন' বৈঠক। সেখানে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আসনভিত্তিক দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় বিস্তারিতভাবে। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার শুধু বুথেই নয়, নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে বুথে যাওয়ার রাস্তাতেও। অলিগলি পর্যন্ত টহল দেবে বাহিনী, যাতে কোনওভাবেই অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি না হয়। বিশেষ করে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে বাড়তি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয়, দ্বিতীয় দফার ভোটে ১৬০টি মোটরবাইক মোতায়েন করা হবে। প্রতিটি বাইকে থাকবেন ২ জন করে সিএপিএফ জওয়ান। তাঁদের কাজ হবে নিয়মিত টহলদারি চালানো এবং কোথাও কোনও গোলমালের আভাস পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। পাশাপাশি কুইক রেসপন্স টিম কোথায় কত থাকবে, কোন এলাকায় কত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে; সেই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনওরকম ফাঁক না রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে বৈঠক থেকে। বুথ সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে ভোটারদের যাতায়াতের পথেও প্রয়োজনে সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা জানানো হয়েছে।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, বিভিন্ন জেলার রিটার্নিং অফিসার, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও), সাধারণ ও পুলিশ অবজার্ভাররা। এছাড়াও ছিলেন কমিশনের স্পেশ্যাল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত এবং স্পেশ্যাল পুলিশ অবজার্ভার এন কে মিশ্র।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার

শুভেন্দুর তোপ

■ ভবানীপুরের নির্বাচনী আবহে নতুন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক সদস্য। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তুলেছেন, কমিশনের সদস্য দিগন্ত বাগচীকে শাসকদলের এক প্রার্থীর সভামঞ্চে দেখা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, যে সংস্থা ভবিষ্যতের প্রশাসনিক আধিকারিক বেছে নেয়, তার সদস্য যদি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক মঞ্চে থাকেন, তবে নিরপেক্ষতার ধারণাই ভেঙে পড়ে। তিনি আরও বলেন, এটি নির্বাচন আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং এর ফলে তরুণ প্রজন্মের আস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক মহলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অন্যদিকে শাসকদলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ভোটের উত্তাপে এমন অভিযোগ নতুন নয়, যদিও বিষয়টির গুরুত্ব উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনাও সেই বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিল বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

ভোটে শহরজুড়ে কড়াকড়ি

■ আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ ঘিরে মহানগরীতে পথ চলার চেহারাই বদলে যাচ্ছে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, ভোটের আগের দিন, ভোটের দিন এবং গণনার দিনে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে। পুলিশের এক কর্তার বক্তব্য, নির্বিঘ্নে ভোট সম্পন্ন করতেই এই ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষকে আগেভাগে পথ পরিকল্পনা করে বেরোতে হবে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলাচলে বিধিনিষেধ থাকছে, যদিও নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য কিছু ছাড় রাখা হয়েছে। দক্ষিণ শহরের কসবা, আলিপুর, হাজরা-সহ একাধিক এলাকায় বিশেষ নজরদারি থাকবে। কোথাও একমুখী চলাচল, কোথাও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা; এই দ্বৈত ব্যবস্থায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কিছু সড়কে নির্দিষ্ট সময়ে দিক পরিবর্তন করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। গণনার দিন আরও কঠোর হবে নিয়ম। শহরের কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণাংশে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বহু সড়ক বন্ধ রাখা হতে পারে।

সিলেবাস বদলের ভাবনা!

■ স্নাতকস্তরে ক্রমবর্ধমান ফেল রুখতে বড়সড় পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উপস্থিতির উপর নম্বর ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে সেমেস্টারভিত্তিক পাঠ্যভার পুনর্বিন্যাস; একাধিক প্রস্তাব এখন আলোচনায়। উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা কেন পিছিয়ে পড়ছে, তা খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন বিষয়ে বোর্ডের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসে এই সংকটের সমাধান খেঁাজা হবে। পরিসংখ্যান বলছে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে স্নাতক স্তরে সব পত্রে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে স্নাতকোত্তরে আসন ফাঁকা থাকার আশঙ্কা বাড়ছে। শিক্ষামহলের একাংশের মতে, বর্তমান কাঠামোয় একসঙ্গে বহু পত্রের চাপ সামলাতে পারছে না পড়ুয়ারা। শিক্ষকদের বক্তব্যেও উঠে এসেছে একই সুর। এক অধ্যাপিকার কথায়, উচ্চমাধ্যমিকের পাঠের পুনরাবৃত্তি যেমন রয়েছে, তেমনই হঠাৎ করেই চাপ বেড়ে যাচ্ছে পরের সেমেস্টারে। অন্য এক শিক্ষকের মত, পাঠ্যক্রম ধাপে ধাপে সাজানো না হলে এই বিপর্যয় থামানো কঠিন।

সোনা পাপ্পুর সূত্র ধরে ফের সক্রিয় ইডি দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে বাড়ছে উত্তাপ। তার মধ্যেই রবিবার সকালে কলকাতার দুই প্রান্তে একযোগে তল্লাশি চালাল ইডি। শহরের আনন্দপুর ও আলিপুরে দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তকারী মহলের দাবি, পলাতক দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পু-র সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই এই পদক্ষেপ। এক আধিকারিকের কথায়, জমি ও অর্থ সংক্রান্ত অনিয়মের সূত্রে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি, সেই সূত্র ধরেই তল্লাশি চলছে। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক এক গ্রেপ্তারির পর জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে এই দুই ব্যবসায়ীর নাম। তাদের আর্থিক কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। এর আগেও ওই দুষ্কৃতীর আস্তানায় অস্ত্র ও বিপুল নগদ উদ্ধারের দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা। ইতিমধ্যে সোনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী জয় কামদারকে ইডি গ্রেপ্তার করেছে। আপাতত তিনি কেন্দ্রীয় সংস্থার হেপাজতে রয়েছেন।

গোলপার্কে গোলমালের ঘটনায় সোনা পাপ্পুর নাম জড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি এখনও অধরা। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পিস্তল এবং নগদ অর্থ উদ্ধার করেছিল ইডি। রবিবার সকাল সকাল সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডির একাধিক দল বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। আনন্দপুরের একটি পরিচিত আবাসনে ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চলছে। আলিপুরেও গিয়েছে একটি দল। জয়ের সঙ্গে ব্যবসায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোনও যোগ এঁদের রয়েছে কি না, তা-ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র। শাসকদলের অভিযোগ, ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধীরা চাপ সৃষ্টি করছে। পালটা বিরোধীদের বক্তব্য, আইন তার নিজের পথেই চলছে, তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভোটের আগে এই তৎপরতা যে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা উসকে দিল, তা নিয়ে সংশয় নেই।

গড়িয়ায় বন্ধ ফ্ল্যাটে গৃহবধূর রহস্য মৃত্যু, পলাতক অধ্যাপক স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ায় এক আবাসনের ভেতর থেকে উদ্ধার হল এক গৃহবধূর নিথর দেহ, যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগের তীর উঠেছে স্বামী, পেশায় অধ্যাপক, তাঁর দিকেই; যিনি ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতা এনাক্ষী দাস, স্বামী ও অসুস্থ সন্তানের সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন। রবিবার সকালে গৃহপরিচারিকা দরজা না খোলায় সন্দেহ হলে প্রতিবেশীদের সহায়তায় ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানেই এক ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুপুত্রকে এবং অন্য ঘরে মশারির ভিতর স্ত্রীর নিথর দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই খুন। মহিলার স্বামী সৌমিক দাস পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযুক্তের সন্ধান চালানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে নেমে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রতিবেশীদের একাংশের কথায়, ওই পরিবার খুব একটা মিশত না কারও সঙ্গে। এমন ঘটনা কল্পনাও করতে পারিনি। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

ভোটের আগে কড়া নজরদারিতে শহর, হোটেল-লজে বাড়তি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা জুড়ে ভোটের আবহ যত ঘনাচ্ছে, ততই শক্ত হচ্ছে নিরাপত্তার বলয়। শহরের প্রতিটি হোটেল, লজ ও অতিথিশালাকে কার্যত নজরদারির জালে টেনে আনল পুলিশ প্রশাসন। বাইরে থেকে আগতদের গতিবিধি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। পুলিশের শীর্ষকর্তাদের নির্দেশে প্রতিটি থানাকে বলা হয়েছে, তাদের আওতাধীন সব আবাসিক পরিকাঠামোর উপর নিয়মিত নজর রাখতে। আগত অতিথিদের পরিচয়পত্র যাচাই করে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ ও থানার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, ভোটের সময় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ে। সেই সুযোগে কেউ যাতে অশান্তি ছড়াতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়াকড়ি। শুধু বড় হোটেল নয়, ছোট লজ ও সস্তার অতিথিশালাও এবার সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ, প্রশাসনের মতে, অনেক ক্ষেত্রে এখানেই পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ঢিলেঢালা মনোভাব দেখা যায়।

এর পাশাপাশি শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ, স্টেশন ও বাস টার্মিনাসে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। রাতের তল্লাশি অভিযানে থাকছেন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরাও। এক পুলিশকর্তার স্পষ্ট বার্তা, কোনও রকম গাফিলতির জায়গা নেই, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে কলকাতা এখন সতর্কতার কঠোর আবরণে মোড়া।

হুডখোলা গাড়িতে দক্ষিণ দমদম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসুর নির্বাচনী প্রচার।

বেলেঘাটা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষের সমর্থনে প্রচারে এলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। *ছবি: অদিতি সাহা*

তৃণমূল কংগ্রেস আর নেই: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের প্রাক্কালে রবিবারের জনসভা থেকে শাসকদলকে কার্যত অদৃশ্য বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট আক্রমণের সুর; রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই বলেই তিনি দাবি করেন। সভামঞ্চ থেকে শমীকের মন্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস আর নেই। এরপর একের পর এক জেলার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, দার্জিলিং-এ নেই, আলিপুরদুয়ারে নেই, জলপাইগুড়িতে নেই, দুই দিনাজপুরে নেই, কোচবিহারে নেই, মালদায় নেই, ঝাড়গ্রামে নেই, পুরুলিয়ায় নেই, দুই মেদিনীপুরে নেই। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের বক্তব্যে স্পষ্টতই ভোটের আগে কর্মীদের উদ্দীপিত করার বার্তা রয়েছে। একই সঙ্গে শাসকদলের সংগঠনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানোর কৌশলও রয়েছে তাতে। যদিও শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ নেতাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এই মন্তব্যের কোনও মিল নেই। ভোটের মুখে এমন তীব্র বাক্যবাণ রাজ্যের রাজনৈতিক আবহকে আরও তপ্ত করে তুলেছে।

শাসকদলের কার্যালয়ে বিপুল পরিমাণে গ্যাস সিলিন্ডার নির্বাচনের মুখে তোপ বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের আবহে বিধাননগরের একটি দলীয় কার্যালয়কে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর নির্বাচনী কার্যালয়ের ভেতরে বিপুল পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখা হয়েছে, যা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। বিরোধীদের দাবি, গত ২২ মার্চ তোলা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ওই কার্যালয়ের ভেতরে সারি সারি সিলিন্ডার রাখা রয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, তএকটি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এত সিলিন্ডার কেন? এই বিপুল মজুতের উদ্দেশ্যই বা কী?

একই সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের এক নেতার কথায়, দাহ্য পদার্থের সঙ্গে এইভাবে সিলিন্ডার রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশেষ করে যাঁর দপ্তর অগ্নি সংক্রান্ত, তাঁর কার্যালয়ে এমন দৃশ্য আরও প্রশ্ন তুলে দেয়। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও তুলে ধরেছেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, যে কোনও রকম ভয় দেখানো বা বিস্ফোরক উপকরণ ব্যবহার কঠোরভাবে দমন করার নির্দেশ রয়েছে। তাই অবিলম্বে এই সব সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা উচিত, যাতে ভোট নির্বিঘ্ন হয়। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে ঘটনাকে ঘিরে জল্পনা ও রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও জোরালো হয়েছে।

ভবানীপুরে প্রচারে মাইক-বিতর্ক, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে শেষ পর্যায়ের প্রচারে ভবানীপুরে উত্তেজনার পারদ চড়ল মাইক ও স্লোগানকে কেন্দ্র করে। একই দিনে শাসক ও বিরোধী; দুই শিবিরের কর্মসূচি ঘিরে তৈরি হল অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, যার জেরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়ে উঠল। একদিকে চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে সভা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, সভাস্থলের কাছাকাছি অন্য দলের মাইক বাজতে শুরু করায় বক্তব্যে বিঘ্ন ঘটে এবং মাঝপথেই থামতে হয় তাঁকে। এতে শাসক শিবিরে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, কিছুক্ষণ পর পদযাত্রায় থাকা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচির মাঝেও বেজে ওঠে প্রতিপক্ষের নির্বাচনী গান। এই ঘটনায় স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। কর্তব্যরত পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁর প্রশ্ন, আপনারা কি এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে কথা বলছেন? অনুমতি থাকা সত্ত্বেও আমার কর্মসূচির মাঝে এই গান বাজছে কেন? পরে আরও কড়া সুরে তিনি বলেন, তৃণমূল আজ নর্দমার জলে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন তাদের সুবিধা করে দিচ্ছে। কিন্তু এভাবে ফল পাল্টানো যাবে না। যদিও শাসকদলের পাল্টা দাবি, বিরোধীরাই পরিকল্পিতভাবে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে ভোটের আগে ভবানীপুরে এই ‘মাইক লড়াই’ এখন রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে।

মোদীর সভা ঘিরে বাতিল প্রচার, ক্ষোভে ফুঁসছেন শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে শেষ রবিবারে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে প্রচারের ময়দানে নেমেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভার অজুহাতে পূর্বনির্ধারিত একাধিক কর্মসূচি আচমকাই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দিনভর এলাকা জুড়ে ঘরে ঘরে প্রচার চালালেও মূল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সেই বাতিল হওয়া কর্মসূচি। শশীর দাবি, নিয়ম মেনে পাঁচদিন আগেই অনুমতির জন্য আবেদন করেছিলাম। তা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি আরও বলেন, তপ্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য এমনভাবে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে যে সাধারণ মানুষের চলাফেরাও কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার নির্ধারিত জনসংযোগ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে অন্য দলের প্রচার থামিয়ে দেওয়াটা কার্যত ‘বুলডোজ’ করার সামিল।

গরমে শরবতের রমরমা, স্বাস্থ্য নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের দাবদাহে তপ্ত নগরজীবন। আর সেই সুযোগেই শহরের রাস্তাঘাটে খোলা জল ও রঙিন শরবতের বিক্রি বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এই চাহিদার সঙ্গেই উঠছে জনস্বাস্থ্যের গুরুতর প্রশ্ন। নগরবাসীর অভিযোগ, প্রতি বছর এই সময় পুরসভার নজরদারি দেখা গেলেও এবার তার ছিটেফোঁটাও নেই। এক বাসিন্দার কথায়, এই জল কতটা নিরাপদ, কেউ দেখছে না; ভোট থাকলেই কি সব বন্ধ থাকবে? পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের এক কর্তার স্বীকারোক্তি, ভোটের কাজে বহু কর্মী ব্যস্ত থাকায় নজরদারিতে ঘাটতি রয়েছে। তবে তিনি যোগ করেন, মানুষের সচেতন হওয়াও জরুরি, কারণ ঝুঁকি জেনেও অনেকে এসব পান করছেন। নিউ মার্কেট থেকে এসপ্ল্যানেড, আবার দক্ষিণে টালিগঞ্জ; সব জায়গাতেই একই ছবি। বরফ মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে জল ও শরবত। বিক্রেতা রমেন পাসোয়ান জানান, দিনে দুইশোর বেশি গ্লাস বিক্রি হচ্ছে, গরম বাড়লে আরও বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের পানীয় থেকে ডায়রিয়ার মতো রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা প্রবল। পুরসভার আশ্বাস, শীঘ্রই নজরদারি জোরদার করা হবে। কিন্তু ততদিনে ঝুঁকির ভার যে নাগরিকদের কাঁধেই রয়ে যাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

দমদমের প্রান্তে ভোটের অঙ্কে নতুন সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের কোলাহল পেরিয়ে দমদম ক্যান্টনমেন্টের এক কোণে হঠাৎই ধরা দেয় ভিন্ন এক বাস্তবতা; তামিলভাষী শ্রমজীবী মানুষের গড়ে তোলা ঘিঞ্জি বসতি। টিনের চাল, সরু পথ আর নিত্যদিনের অনিশ্চয়তার মধ্যেই গড়ে উঠেছে বহু প্রজন্মের জীবনযাপন। ভোটের মুখে এই প্রান্তিক জনপদই এখন রাজনৈতিক আকর্ষণের কেন্দ্র।

প্রায় দেড়শো পরিবারের এই এলাকায় প্রতিদিনই ভিড় করছেন বিভিন্ন দলের নেতারা। দেওয়ালজুড়ে নানা দলের চিহ্ন, কিন্তু বাসিন্দাদের সুর স্পষ্ট; সবাই আসে, কথা বলে। জোর করে কেউ কিছু চাপায় না। দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের দাবি, জল ও শৌচালয়ের মতো কিছু পরিষেবা মিলেছে, তবে বর্ষায় জল জমা এখনও বড় সমস্যা।

পাশেই অন্য এক কলোনিতে ভিন্ন ইতিহাস। সত্তরের দশকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙালি পরিবারগুলির বসবাস সেখানে। জমির আইনি স্বীকৃতি নেই, তবু জীবন থেমে থাকেনি। রূপা বৈরাগীর কথায়, কোনও কাগজ নেই, তবু এত বছর ধরে আছি; সবটাই বিশ্বাসের উপর। রাজনৈতিক মহলেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়েছে। এক প্রার্থী বললেন, এই মানুষদের মূল ধারায় আনা আমাদের দায়। তবে বাস্তবের কষ্ট মুছে যায়নি। এক বাসিন্দার আক্ষেপ, সব সুবিধা পাই না, কাজ জুটলেই দিন চলে।

বাংলায় ১৮০ আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে: ধনঞ্জয় সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলায় ১৮০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। রবিবার দুপুরে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের প্রাক্তন সাংসদ ধনঞ্জয় সিং। এদিন প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের সৈয়দ রাজা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশীল সিং এবং দেওবন্দ কেন্দ্রের বিধায়ক ব্রিজেশ সিং। দলীয় দুই বিধায়ককে পাশে নিয়ে ধনঞ্জয় সিং বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, যাতে ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এবারে কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়। বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচনে ভোটদানের হার অত্যন্ত বেশি। ভোটদানের হার বেশি মানেই শাসকদলের বিপক্ষে ভোট পড়েছে। তাঁর দাবি, বাংলায় ১৮০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। রাজ্যের হিংসা তুলে ধরে তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় সিং বলেন, ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসা দেশের কোথাও হয় না। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসা হয়। প্রথম দফার নির্বাচনের পর আসানসোলে এক কংগ্রেস সমর্থককে পিটিয়ে হত্যা করেছে তৃণমূলের গুন্ডারা। শিল্পায়নের রুগ্নদশা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে এক হাত নিলেন উত্তরপ্রদেশের এই বাহুবলী নেতা। তিনি বলেন, গত ৪৯ বছরে বাংলা বহু কদম পিছিয়ে গিয়েছে। একটা সময় গুজরাত, মহারাষ্ট্র এবং বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো ছিল। এখন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। বাংলায় শিল্পপতিরা আসছেন না। অথচ বিহারে অনেক নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, বাংলায় হাওড়া, ব্যারাকপুর-সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে একাধিক জুটমিল বন্ধ। উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন তুলে ধরে ধনঞ্জয় সিং বলেন, উত্তরপ্রদেশে নতুন নতুন শিল্প হয়েছে। ফলে মানুষের রোজগারও বেড়েছে। কৃষিকার্যের উন্নতি হয়েছে। অথচ বাংলায় আজ একের পর এক কারখানা বন্ধ। ফলত, মজদুরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও মমতা সরকারকে বিঁধেছেন উত্তরপ্রদেশের এই বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় ঢুকে বহাল তবিয়তে বসবাস করছেন। এখানে ওদেরকে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সবই বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, আসলে এঁরাই তো তৃণমূলের ভোট ব্যাংক।

সম্পাদকীয়

অচিরাচরিত শক্তি ব্যবহারে গুরুত্বের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

প্রতি বছরের মতো গত ২২ এপ্রিল দুনিয়া জুড়ে প্রথা মেনে পালিত হল বসুন্ধরা দিবস বা আর্থ ডে। পরিবেশ বাঁচিয়ে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়তে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এবং আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীকে নিরাপদ ও বাসযোগ্য রাখার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭০ সাল থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের ১৯০টিরও বেশি দেশে এই দিনটিতে পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজিত হয়। বসুন্ধরা দিবসের মূল লক্ষ্য হল দূষণ হ্রাস, গাছ লাগানো, বন রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল মার্কিন সেনেটর গেলর্ড নেলসন এটি প্রথম আয়োজন করেছিলেন। সেই শুরু, তারপর থেকে এটাই চলে আসছে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বলেই ধরা এটিকে। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে পরিবেশের স্বার্থে অচেরাচরিত শক্তির ব্যবহারে জোর দিলেন। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ রে জেরে হরমুজ প্রণালী ঘিরে জটিলতায় জ্বালানি সরবারহ ব্যাহত হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। এই আবহে মোদি তাঁর মন কী বাত-এ বিশেষ গুরুত্ব দিলেন অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারে। এ ক্ষেত্রে ভারত বড় সাফল্য অর্জন করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর দেওয়া তথ্য বলছে, দেশের বায়ু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গিগাওয়াট অতিক্রম করেছে। দেশকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে এবং দূষণহীন শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। গত এক বছরে দেশ প্রায় ৬ গিগাওয়াট নতুন বায়ুশক্তি উৎপাদন করেছে, যা বড় সাফল্য বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সৌর এবং বায়ুশক্তি ভারতের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এতে আমাদের সকলেরই ভূমিকা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট এবং ২০৩৬ সালের মধ্যে ১৫৬ গিগাওয়াট বায়ুশক্তির ক্ষমতা অর্জন করবে ভারত। এভাবে অচিরাচরিত শক্তি উতপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় আগামী দিনে বিশ্বে বড় ভূমিকা নেবে ভারত, এমনই৷ বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজনীতির দড়ি টানাটানিতে বঙ্গসংস্কৃতি এবং মৎস্য অবতার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা-বাঙালির কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সুপ্রাচীন, বহুস্তরীয় এবং সামগ্রিকভাবে বাংলার মানুষের রক্তে এবং হাজারো বছরের ঐতিহ্যে মিশে আছে। যা কখনোই কোনো একটি বা একাধিক রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভরশীল নয়। বাংলার সংস্কৃতি বলতে প্রধানত আমরা বুঝি বাংলার সাহিত্য, বাংলার সংগীত, বাংলার খেলাধুলা, বাংলার চলচ্চিত্র, বাংলার শিল্প, বাংলার উৎসব, রীতিনীতি এবং অবশ্যই বাংলার খাদ্য সামগ্রী কে। বাংলার এই চিরাচরিত সংস্কৃতির ধারাগুলিকে কখনোই কোন রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় নি বা হয় না। এই সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আপামর বাঙালির শিরায়, উপশিরায় বাহিত জন্ম জন্মান্তরের বৈশিষ্ট্য রূপে প্রতিপালিত হয় এবং সাধারণ বাঙালির জীবন যাত্রার মধ্য দিয়েই যা আপনা আপনি বিকশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ওপর তাদের নিজ নিজ দলীয় মতাদর্শের প্রভাব বিস্তারের একটি মরিয়া প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সাংস্কৃতিক চর্চাকে রাজনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত করার চেষ্টার দরুন বহু রাজনৈতিক বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় কার্যকলাপ, সাহিত্য, সংগীত এবং শিল্পী ও গুণীজনদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতার প্রচেষ্টা এবং অনেক ক্ষেত্রে দলীয়করণের প্রচেষ্টা। বাংলার নিজস্ব উৎসব, বিশেষ ঐতিহ্যবাহী দিন এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ গুলিকে নিয়মিতভাবে তাদের দলীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত তাদের প্রচেষ্টা থাকে একটি বার্তা দিতে - দেখো আমি বা আমরা তোমাদেরই লোক বা আমাদের দলই বাংলার একমাত্র আদি অকৃত্রিম এবং প্রকৃত দল এবং বাংলা-বাঙালির অস্মিতার ধারক ও বাহক একমাত্র আমরাই। বর্তমান সময়ের পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের বদান্যতায় অনেক ক্ষেত্রে সার্বজনীন বহুস্তরীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা লোকসংস্কৃতি তার নিজস্বতা থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হয়ে মেরুকরণের পথে এগিয়ে গেছে। 'বহিরাগত' সংস্কৃতি বনাম 'বাংলা' সংস্কৃতির আদর্শগত লড়াই কে সংস্কৃতির মেরুকরণ ছাড়া আর কিই বা বলা যায়? বাংলার বিভিন্ন মনীষীদের নাম নিয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে এইসব মহামানবদের করা উক্তিগুলি কে বারে বারে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করে তারা বোঝাতে চায়, তারাই আসল এবং আদি অকৃত্রিম বাঙালি এবং খাঁটি বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার, ধর্মীয় ভাতা এবং অনুদানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাও বেশি বেশি করে দেখা যায়। বঙ্গসংস্কৃতিকে নিয়ে যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির নিজেদের মধ্যে দড়ি টানাটানি বর্তমানে বঙ্গ রাজনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কোনো রাজনৈতিক দল আবার বাংলাকে তাদের সাথে একাত্ম বা সমার্থক করে নিতে চাইছে অর্থাৎ যদি তাদের রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করে-তাহলে সেইটাই হবে আসল এবং একমাত্র বাংলার জয়। শুধু এখানেই শেষ নয়, বাঙালির চিরাচরিত খাদ্য তালিকার প্রধান খাদ্যবস্তু মাছও এবারের নির্বাচনে প্রায় এক রকম দলীয় প্রার্থী হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে গেছে। খুব সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে যদি দেখেন, আপনার বাড়ির সদর দরজায় কেউ হাতে আস্ত মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে তাকে বাড়ির কোন কুটুম বা আত্মীয় ভেবে ভুল করবেন না,এইবারের বিধানসভার নির্বাচনে আস্ত মাছ হাতে বিভিন্ন দলের দলীয়প্রার্থীদের জনসংযোগ করতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলায় মাছ শুধুমাত্র একটি খাদ্যবস্তু নয়, বাংলার রন্ধনশৈলীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বাঙালি সমাজের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান এবং শুভকর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলার নামিদামি দুটি ফুটবল টিম হলো মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। বাংলার ফুটবলের সংস্কৃতি অনুযায়ী মোহনবাগান ফুটবল দলের সমর্থকরা যেমন পছন্দ করেন চিংড়ি মাছ, ঠিক তেমনি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের সমর্থকদের প্রথম পছন্দ ইলিশ মাছ। যখনই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই বড় ফুটবল টিমের প্রতিযোগিতার আসর থাকে, তখনই এই দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে চিংড়ি মাছ এবং ইলিশ মাছ নিয়ে ঘটি ও বাঙালের আনন্দ এবং উত্তেজনার শেষ থাকে না। খেলার মাঠে দুই দলের প্রতীক হিসেবে ইলিশ মাছ এবং চিংড়ি মাছের কাটআউট হাতে সমর্থকদের উল্লাসও চোখে পড়ে। অর্থাৎ মাছ শুধু বাঙালির খাদ্য তালিকার একটি পদ নয়, মাছ অবশ্যই বাঙালির আবেগের একটি নামও বটে। ঠিক এই স্থান থেকেই শুরু রাজনীতি। রাজনীতির ময়দানে বাঙালি জাতির মননে একটি উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্বেগের কারণ হিসেবে বলা যায়, এবারের নির্বাচনী প্রচারে একটি বিশেষ ন্যারেটিভের সৃষ্টি হয়েছে, যে আগামী দিনে হয়তো এই বাংলার বাঙালিকে আর মাছ খেতে দেওয়া হবে না। এই উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তির পক্ষে এবং বিপক্ষে নেমে পড়েছে যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি। কোন রাজনৈতিক দল আস্ত মাছ হাতে প্রচার করছেন, বিপক্ষ দল ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে আর মাছ খাওয়া যাবেনা, মাংস এবং ডিমও খাওয়া যাবেনা। ঠিক তেমনি বিপক্ষ দলের প্রার্থীরাও নেমে পড়েছেন তাদের দলীয় প্রচারে আস্ত মাছ হাতে নির্বাচক মন্ডলীর উদ্বেগের নিরসন করতে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে মাছ বা অন্যান্য আমিষ খাওয়ায় তাদের সমর্থিত দলের কোন আপত্তি, নিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ কেউ নিজে মাছ খেয়ে বা মাছের রান্না করা পদ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ন্যারেটিভ কে সর্বতভাবে খন্ডন করতে চাইছেন। এক কথায় বাঙালির ভাতের থালা থেকে লাফিয়ে পড়ে মাছ চলে এসেছে পুরোদস্তুর নির্বাচনী ময়দানে। যুযুধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধানেরাও নির্বাচনী সমাবেশে এই মাছ নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা প্রতিআক্রমণের কৌশল নিয়েছেন বা নিয়ে চলেছেন।

বাংলার রাজনীতিতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান,স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শগত বিষয়গুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আনুগত্য প্রমাণে মরিয়া যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পুনরায় অবতার রূপে অবতীর্ণ হওয়া মৎস্যের ঠিক কতখানি ভূমিকা থাকবে, তা একমাত্র আগামীর নির্বাচনের ফলাফলই বলতে পারে।

ভোটের আগে নদী সংস্কারের দাবি

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

কাঠি পড়ে গেছে ভোটের ঢাকে। গত ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন হয়ে গেলো। আগামী ২৯ এপ্রিল হবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। এবারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য কত শতাংশ হিন্দুর নাম বাদ গেলো আর কত শতাংশ মুসলমানের নাম বাদ গেলো, তাই নিয়ে চলছে জোর বিবাদ-বিতর্ক। কিন্তু, রুগ্ন পরিবেশকে সুস্থ করা নিয়ে তেমন আলাপ-আলোচনা শোনা যাচ্ছে না । নদী, পরিবেশ ভোট দেয় না। তাই, তা নিয়ে ভাবার সময় নেই রাজনৈতিক নেতাদের।

এবারের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের শাসক দল আর কেন্দ্রের শাসক দলের মধ্যে শুরু হয়েছে মাছ নিয়ে তরজা। নববর্ষে সূচনা হলো মৎস্য রাজনীতির। এদিন কলকাতা বন্দরে মাছ হাতে প্রচারে নামেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ। আর টালিগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস রুইমাছ নিয়ে মিছিলে হাঁটেন। কয়েকদিন আগে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সোমনাথ দত্ত কৃষ্ণনগর গোয়াড়ি বাজার চত্তরে মাছ বাজার থেকে প্রচার শুরু করেন। এখন নিজেদের 'মাছে-ভাতে' বাঙালি হিসেবে প্রমাণ করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দলের দাবী, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মাছ বিক্রিতে প্রতিনিয়ত বাধা দেওয়া হয়। মৎস্য ব্যবসায়ীদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে। / এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।' চরম বাস্তব হলো, বর্তমান সময়ে মাছের সুখেতে জলক্রীড়া করার দিন ফুরিয়েছে। সুজলা-সুফলা বাংলার সমস্ত নদ-নদী আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। নদীতে নদীতে ঘেরা নদীয়ার নদীরা কোমায় আছে। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর তলানিতে। জেলার জীবনরেখা জলঙ্গি নদী মুমূর্ষু। অঞ্জনা, চূর্ণী, মাথাভাঙা, ইছামতী, কলিঙ্গর অবস্থাও তথৈবচ। খাল-বিল-ডোবা কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। নদীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ। নদী-নালা-খাল-বিল শুকিয়ে গেলে মাছ আসবে কোথা থেকে? কিন্তু, সেদিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই কারও। হাস্যকরভাবে শুধু চলছে মাছ নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতর।

প্রকৃতি (নারী) সুরক্ষায় আনা হচ্ছে হাজারটা প্রকল্প। রাজ্যের শাসক দল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এক হাজার থেকে বাড়িয়ে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দিয়েছে। আর কেন্দ্রের শাসক দল ঘোষণা করেছে যে, ক্ষমতায় এলে নারীদের হাতে তুলে দেবে মাসে তিন হাজার টাকা (অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার)। কিন্তু, প্রকৃতি (পরিবেশ) সুরক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা হয়তো ভুলে গেছে যে, প্রকৃতি (পরিবেশ) সুস্থ না থাকলে প্রকৃতি (নারী) বা পুরুষ কেউই ভালো থাকতে পারবে না। এমতাবস্থায় এগিয়ে এসেছে নদী ও পরিবেশ বাঁচাতে মরিয়া নদীয়ার অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন 'সেভ জলঙ্গি'। জেলার মৃতপ্রায় নদী এবং জলাশয়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই সংগঠন বিগত সাত বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে নবান্ন পর্যন্ত নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে পৌঁছে গেছেন সদস্যরা। এবার বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে 'সেভ জলঙ্গি' অন্যান্যবারের মতোই আবার নেমে পড়েছে রাজপথে। চলছে পথসভা। রাজনৈতিক নেতাদের নদী ও পরিবেশের ওপর দায়বদ্ধতার কথা মনে করাতে দেওয়ালে দেওয়ালে লাগানো হচ্ছে পোস্টার। কৃষ্ণনগর থেকে শুরু করে তেহট্ট, করিমপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এই পোস্টার। কোনও পোস্টারে লেখা আছে 'আর দাবী নয়।

এবার নদী সংস্কার করতেই হবে', আবার কোনওটায় লেখা রয়েছে 'ভোটের দামামা বাজলো ওই / নদী-জলাশয় বাঁচলো কই?'দেওয়ালে দেওয়ালে লাগানো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পোস্টারের মাঝে জ্বলজ্বল করছে এই সমস্ত পোস্টার। গত ২২ এপ্রিল বসুন্ধরা দিবসে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে আয়োজিত পথসভায় 'সেভ জলঙ্গি' উচ্চারণ করলো - 'ভোট চাও যদি / আগে বাঁচাও নদী'। এই সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গত ২৩ এপ্রিল কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদির মুখেও শোনা গেলো জলঙ্গি ও অঞ্জনা নদীর দুর্দশার কথা।নদীর ভাগ্য কবে ফেরে সেটাই এখন দেখার পালা।

আশির দশক থেকে ক্রমশ বাংলা মাধ্যমের স্কুলজীবনের পরিবর্তন

পিয়ালী ঘোষ

একটা সময় ছিল, যখন বাংলা মাধ্যমের স্কুল মানেই ছিল এক অন্যরকম জগৎ;সরল, শিকড়ের টানে ভরা, আর গভীর মানবিকতার স্পর্শে গড়া। আশির ও নব্বইয়ের দশকের সেই স্কুলজীবন আজকের প্রজন্মের কাছে প্রায় গল্পের মতো শোনায়। সময় বদলেছে, বদলেছে শিক্ষার ধরন, পরিকাঠামো, মানসিকতা;কিন্তু কিছু প্রশ্ন আজও থেকে গেছে আমরা কী হারালাম, আর কী পেলাম?

আশির দশকের বাংলা মাধ্যমের স্কুলে পড়াশোনা মানে ছিল ব্ল্যাকবোর্ড, খড়ি, আর শিক্ষকের কণ্ঠে পাঠের সুর। বইয়ের বাইরে শেখার সুযোগ ছিল সীমিত, কিন্তু শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিক্ষক ছিলেন কেবল পাঠদাতা নন, তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক, কখনও অভিভাবকও। 'স্যার' বা 'দিদিমণি'-এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল নিঃশর্ত। স্কুলের বারান্দা, মাঠ, টিফিনের আড্ডা; সব মিলিয়ে এক সহজ, আন্তরিক পরিবেশ।

নব্বইয়ের দশকে এসে কিছু পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। টেলিভিশন, নতুন ধরনের বই, এবং ধীরে ধীরে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। তবুও বাংলা মাধ্যম তখনও মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রথম পছন্দ। এই সময়েই অনেক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা ও সহপাঠ্য কার্যকলাপে একটু বেশি জোর দেওয়া শুরু হয়। তবে প্রযুক্তি তখনও ততটা প্রবেশ করেনি শ্রেণিকক্ষে।

বর্তমান সময়ে এসে চিত্রটা অনেকটাই বদলে গেছে। ডিজিটাল বোর্ড, অনলাইন ক্লাস, স্মার্টফোন;সব মিলিয়ে শিক্ষার ধরন এখন অনেক আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিকতার মাঝেই কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে সেই মানবিক স্পর্শ। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক অনেকটাই পেশাদার হয়েছে, ব্যক্তিগত যোগাযোগ কমেছে। অভিভাবকদের মধ্যেও একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে;ইংরেজি মাধ্যমের দিকে ঝোঁক, যার ফলে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলো অনেক সময় অবহেলিত হচ্ছে।

তবে এর মধ্যেও আশার আলো আছে। অনেক বাংলা মাধ্যম স্কুল এখন নতুনভাবে নিজেদের গড়ে তুলছে;উন্নত পরিকাঠামো, আধুনিক পাঠপদ্ধতি, এবং একই সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি গর্ব বজায় রেখে। কারণ শিক্ষা কেবল ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা একটি সংস্কৃতির বহনকারীও।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা থেকে যায়; আমরা কি শুধুই আধুনিকতার পেছনে ছুটছি, না কি নিজের শিকড়কেও সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছি? বাংলা মাধ্যমের সেই পুরনো দিনের আন্তরিকতা আর আজকের দিনের সুযোগ;দুটির সমন্বয়েই হয়তো তৈরি হতে পারে আগামী দিনের সঠিক শিক্ষার পথ।

রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই

সুবল সরদার

নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমার সিংহ র নেতৃত্বে সুষ্ঠ নির্বাচন উপহার দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ- সুস্থ,সুষ্ঠ, স্বচ্ছ, সুন্দর নির্বাচন যাকে বলে। দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী, নেতা,নেত্রী পার্টির দালাল, হার্মাদ বাহিনী, জল্লাদ বাহিনী,দলদাস পুলিশ থেকে আমলা, গামলা, হামলা নির্বাচন থেকে সবাই এখন দূরে অবস্থান করছে। বাঘ- হরিণ এখন এক ঘাটে জল খাচ্ছে। আই প্যাকের কাজ কর্ম বন্ধ। আই প্যাকের সহ কর্ণধার দিনেশ চ্যান্ডেল এখন দশ দিনের ইডির জেল হেফাজতে। মদ দোকান বন্ধ। বাইক বাহিনীর দাপট বন্ধ। আটশ জন দাগি আসামী এখন জেলের অন্ধকারে রাত্রিবাস করছে। সিআরপিএফ এখন সর্বত্র ,সর্বদা সজাগ যে কোন অপ্রীতিকর কাজকর্ম রুখে দিতে তারা তৎপর। এসআইআর নিয়ে যে চরম উত্তেজনা এখন ক্রমশ শান্ত হচ্ছে। এসাইআর নিয়ে ট্রাইবুনালে বিচারাধীন। এবার প্রায় তেরোনব্বই লক্ষ ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অবৈধ ভোটার বাতিল হয়েছে। বৈধ ভোটারদের ভোট দানের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দেবে। নির্বাচন কমিশন আলোক বর্তিকা হয়ে পথ দেখাচ্ছে। ভয়হীন , সন্ত্রাসহীন পরিবেশ চাই যেখানে গণতন্ত্রের মুক্ত বিচরণ আছে। আমাদের দেশে ভোট মানে জনগণের টাকায় নির্বাচনী মহোৎসব হয় যা কখনো কাম্য নয়। তাই একদেশ,একনির্বাচন চাই। কেউ ভয়,হুমকি কিংবা ভোট ম্যানেজ করতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের টোল ফ্রি নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই ফোন নং ১৮০০৩৪৫০০০৮ যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য জানতে পারে। রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই। প্রথম দফার ভোট হবে ২৩ শে এপ্রিল ২০২৬. ১৫২ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

এখানে নেতা নেত্রীদের সহজে কেনা যায়, তারা সহজে বিক্রিও হয়। ঘোড়া কেনা বেচার মতো তাদেরকে নিলামে চড়ানো যায়। আদর্শ নীতি নয় ,দুর্নীতিই আদর্শ হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া প্রধান হয়ে ওঠে যেখানে উন্নয়ন গৌণ থাকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ১৭০০ টাকা বনাম ৩০০০ টাকা মহিলাদের জন্যে ঘোষণা দিয়েছে । বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩০০০ টাকা ,তৃণমূল জিদলে ১৭০০ টাকা। নারী সুরক্ষা, নারীর সম্মানহানি করে তৃণমূল সরকার নারী মন জয়ের চাবিকাঠি খোঁজার চেষ্টা করছে । শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, চাকরি কিছুই নেই ,এই সরকারের পুঁজি কেবল ধোঁকা দেওয়া ।এই নির্বাচনের পর যেই সরকার আসুক তার মাথায় উপর কয়েক লক্ষ হাজার কোটি টাকার ঋণ চাপবে । সিপিএম থেকে তৃণমূলের জামানায় সেই ঋণ লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উন্নয়নের সাথে সন্ত্রাস মুক্ত সরকার এবং ঋণমুক্ত সরকার চাই। নারী সুরক্ষা চাই-ই, চাই, অভয়ারা যেখানে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারে

শব্দছক ১৪৩

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. জনগণের অভিমত ৪. ম্লেচ্ছ ৬. আঘাত ৭. প্রকার ৮. নীর ৯. মঙ্গল আশীর্বাদ ১০. রত্ন-র কাব্যরূপ ১২. শরৎ-এর সম্বন্ধযুক্ত ১৪. প্রভু ১৫. হুঁশ ১৭. তরল বা বাতাসে নিমজ্জিত না হওয়া ১৮. নিষেধ ১৯. আহার ২০. ইচ্ছা ২১. সমাধি ২২. মতের মিল

ওপর-নিচ: ১. ময়লা-জঞ্জাল সাফ করে যে ২. মানুষজাতে পুরুষজন ৩. কঠিন-এর বিপরীত ৪. মৃত্যুর অধিদেবতা ৫. নাশশীল ৮. মাতা ৯. মুখমণ্ডল ১১. অন্ধকার ১৩. প্রচার ১৬. কষ্ট করে অর্জন করা ১৭. ভালুক ১৮. মন বা চিত্ত ১৯. প্রত্যুষ ২০ কাব্যরূপে আমার

সমাধান ১৪২ — পাশাপাশি: ১. অভাব ৫. গতচেতন ৮. রবাহূত ৯. কাম্য ১২. পাল ১৩. গোপাল ১৫. কুশল ১৬. খল ১৭. তোষণ ১৮. দশ ১৯. জ্বালা ২০. নজর

ওপর-নিচ: ২. ভালোবাসা ৩. ভাত ৪. গত ৫. গতকাল ৬. চেলা ৭. নগ ১০. খোঁপা ১১. গোকুল ১২. পালতোলা ১৩. গোল ১৪. লঙ্কেশ ১৬. খনন ১৮. দর

আজকের দিন

■ **১৯৮১** — কম্পিউটার মাউসের প্রচলন ঘটে।

■ **১৯৮৬** — চেরনোবিল বিপর্যয়ের ৩৬ ঘণ্টা পর সোভিয়েত কর্মকর্তারা প্রিপিয়াত থেকে ১, ১৫,০০০ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া শুরু করেন।

■ **১৯৯৪** — প্রথম বর্ণবৈষম্যহীন নির্বাচনে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং এএনসি ভূমিধস বিজয় লাভ করে।

জন্মদিন

হরিশ রাওয়াত

১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনার্দন পুজারীর জন্মদিন।*

১৯৪৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হরিশ রাওয়াতের জন্মদিন।*

১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রীতি গুপ্তার জন্মদিন।*

চটাবাসর ১৩

বাংলা শব্দ 'শ্রমিক' (shramik), যার অর্থ 'শ্রমজীবী' বা 'কর্মী', সংস্কৃত মূল 'শ্রম' (shram)থেকে উদ্ভূত হয়েছে । মূল শ্রম (Shram) , যার অর্থ শ্রম, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম বা ক্লান্তি। যিনি কাজটি করেন তাকে বোঝানোর জন্য '-ইক' (ইক) প্রত্যয়টি যুক্ত করা হয়, ফলে এটি হয় শ্রম + ইক = শ্রমিক (যিনি প্রচেষ্টা/শ্রম করেন)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নির্বাচন কমিশনের কাছে ওষুধ আছে, ঠিক সময়ে দেওয়া হবে: মনোজ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: 'নির্বাচন কমিশন এবার বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। ১০০ শতাংশ ভোটাররা ভোট দিন। এবং নির্বিঘ্নে ভোট দিন।' কোনও গন্ডগোল ছাড়াই ভোট যে হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করলেন রাজ্যর মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। কালনার একপেরিয়া রাইস মিলের মাঠে হেলিকপ্টার নিয়ে নামেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'এবারে নির্বাচন কমিশন বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছে। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন এবং ধমকানো চমকানো যাবে না। কেউ যদি ধমকায় চমকায় তাহলে নির্বাচন কমিশনকে জানান। নির্বাচন কমিশনের কাছে ওষুধ আছে, ঠিক সময়ে দিয়ে দেওয়া হবে।' প্রতিটি বুথে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি। এছাড়াও প্রতি দশটি বুথ পিছু থাকবে একটি কিউআরটি গাড়ি। সেই গাড়িতে থাকবে বিশেষ ওয়েব কাস্টিং সিস্টেম। যাতে কোনও ফোন গেলেও তা সঙ্গে সঙ্গে ধরা যাবে। ওই গাড়িতে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী একজন ম্যাজিস্ট্রেট, রাজ্য পুলিশের আধিকারিক-সহ বিশেষ পদ্ধতিকারীরা। এবং সব সময় প্রতিটি বুথে সিসিটিভির দ্বারা নজরদারি করা হবে। কোনও বুথে মেশিন খারাপ হলে দ্রুত সেগুলোকে ঠিক করারও উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মমতাকে কটাক্ষ স্মৃতি ইরানির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে রবিবার যোগ হয় তারকা ঝলক। বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ছাতনী ফুটবল ময়দানে এসে পৌঁছান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানী। দুপুরের দিকে তাঁর হেলিকপ্টার ময়দানে অবতরণ করতেই কর্মী-সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে। ময়দান থেকে একটি সুসজ্জিত গাড়িতে চড়ে তিনি ছাতনী ফুটবল ময়দান থেকে কালেখাতলা পর্যন্ত রোড শো-তে অংশ নেন। রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ অনেকেরই হাতে দলীয় পতাকা, আবার কেউ মোবাইলে সেই

মুহূর্ত বন্দি করতে ব্যস্ত দেখা যায়। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করেও বহু মানুষ দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধুমাত্র এক ঝলক দেখার আশায়। রোড শো চলাকালীন বারবার গাড়ি থেকে হাত নেড়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন স্মৃতি ইরানী, আর তাতেই উচ্ছ্বাস আরও বাড়ে উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যে। ভোটের আগে শেষ লগ্নে এই তারকা প্রচার যে নির্বাচনী আবহে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা বলাই বাহুল্য। এদিন মাইক নিয়ে সকলের উদ্দেশে বাংলায় সকলের কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'ভগবান বিষ্ণুর কাছে যে ফুল থাকে, সেটা হল পদ্ম ফুল। তাই ভোট দেওয়ার সময় ওই পদ্ম ফুলটা দেখেই বোতামটা টিপবেন। ২০১৪ থেকে ২৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে মোদী সরকারে বাংলার জন্য ১০ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা তৃণমূলের গুন্ডারা সেই উন্নয়নের জন্য পাঠানো টাকা খেয়ে নিয়েছে। সেই টাকার হিসেব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চাওয়া হলে তিনি কোনও হিসেব দিতে পারছেন না।'

তৃণমূলের মিছিলে মহিলা বিএলও

ছবি-সহ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার কাঁকসায় তৃণমূলের মিছিলে হাঁটছেন এক মহিলা বিএলও। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ছবি সহ নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালো বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, চৈতালি রায় নামের ওই বিএলও গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৫ নম্বর পার্টের বিএলও। তৃণমূলের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ জানানো হয়। শনিবার গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অলোক মাঝির সমর্থনে রোড শো করেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর রোড শো'য়ে ওই মহিলা বিএলও-কে এদিন হাঁটতে দেখা যায়। ওই বিএলওর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রয়েছে। এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের কাছে

ইমেল মারফত অভিযোগ জানান বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ, ওই বিএলও নির্বাচন কমিশনের অধীনে রয়েছেন। একজন বিএলও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে থাকার পরে সে কিভাবে তৃণমূলের মিছিলে হাঁটছে সেই নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তাঁরা বারবার যেটা বলতেন যে বাংলায় আইনের শাসন নয়। শাসকের আইন চলছে। সেটাই প্রমাণ পাওয়া গেল। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের গলসি বিধানসভার প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির দাবি, বহু মানুষ অনুব্রত মণ্ডলকে দেখতে এসেছিলেন। সেই মত উনিও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ ওনার হাত ধরে ডেকেছিলেন। কিন্তু উনি মিছিলে ছিলেন না। বিজেপি অযথা এটাকে নিয়ে রাজনীতি করছে।

২৩টি জেলায় 'শান্তির ভিক্ষা'

ভোট সচেতনে স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের ২৩টি জেলায় ভিক্ষা করে ঘুরে ঘুরে বাউল গানে শান্তির বার্তা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। শিল্পী গানে গানে বলছেন, 'শান্তি চাই, শান্তি চাই। শান্তিপূর্ণ ভোট করতে হবে কেউ শান্তিভঙ্গ করবেন না।' সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই, নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে, সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে বহুল প্রশংসিত তিনি। বহু বছর আগে থেকেই পঞ্চায়েত, পুরসভা ও লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে সারা রাজ্যের ২৩টি জেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তায় বাউল গানে স্বপন দত্ত বাউল একজন সমাজের আইকন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দিনক্ষণ স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে পড়েন রাজ্যের জেলায় জেলায়। প্রথমেই কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ও পরে একে একে সকল জেলায় এক মাস ধরে ঘুরে ঘুরে শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করেন। পাহাড় থেকে সাগরে, পাহাড় থেকে জলে জঙ্গলে সুন্দরবনে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ও জঙ্গলমহলে পাহাড় থেকে সমতলে ঘুরে সচেতন করলেন শান্তিপূর্ণ ভোট চাই কেউ শান্তিভঙ্গ করবেন না। রাষ্ট্রপতির দেওয়া একতারা কোল ডুগি বাজিয়ে, একতারার সুরে স্বপন দত্ত বাউল ভোট যুদ্ধের আবহাওয়ায় শান্তির বার্তা মানুষের মন কেড়েছে। খুবই গরীব দুঃস্থ মানুষ, খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। তিনি বাউল গানে গানে ভিক্ষা করে যাতায়াত, গাড়ি ভাড়া ও খাবার সংগ্রহ করে রাজ্যের ২৩টি জেলায় ঘুরে ঘুরে একতারার সুরে গানে গানে বলে ওঠেন, 'হিংসা মুক্ত, ভয় মুক্ত ভোট

করতে হবে, নিজের ভোট নিজে দিন। সকাল সকাল ভোট দিন, অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট হতে হবে। গণতন্ত্রের উপর আস্থা ভরসা রাখতে হবে, একটি ভোটের মূল্য অনেক ভোট নষ্ট কেউ করবেন না। ভোট না দিলে ভোটার কার্ডের মূল্য থাকবে না।' বাউল গানে আরও বলেন, 'ধর্ম জাতি বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে যান, গোষ্ঠীর প্রলোভনে কেউ পড়বেন না। ভোট আমাদের বড় উৎসব প্রাণহানি মুক্ত ভোট করতে হবে। ভোটে রক্তপাত ও প্রাণহানি করে মায়ের কোল শূন্য করা চলবে না।'

ছবি উপহার পেয়ে আপ্লুত মোদী

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোনে ধন্যবাদজ্ঞাপন মালদার অনুষ্কাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন তাঁর বৃদ্ধা মা। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হাতজোড় করে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করছেন। রুলপেন্সিল দিয়ে হাতে আঁকা এমন একটি ছবি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন মালদার ইংরেজি মিডিয়ামের এক ছাত্রী অনুষ্কা চক্রবর্তী। গত জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের সময় ওই ছাত্রীর হাতের এমন আঁকা উপহার পেয়ে যেন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ওই ছাত্রীর দেওয়া এমন উপহার তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পাশাপাশি তাঁর আকার এমন প্রতিভা দেখে প্রধানমন্ত্রী ওই ছাত্রীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদও করেছিলেন। আর এই ঘটনার অন্তত তিন মাসের মাথায় রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন করে ওই ছাত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী সই করা একটি শুভেচ্ছা বার্তা মূলক চিঠিও পাঠানো হয়েছে মালদার ওই ছাত্রীর উদ্দেশ্যে।

ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়া মনস্কামনা রোড এলাকার বাসিন্দা তাপস চক্রবর্তীর মেয়ে অনুষ্কা। সে মালদার সিস্টার নিবেদিতা ইংরেজি মাধ্যমে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। তাপসবাবু পেশায় সরকারি হাইস্কুল শিক্ষক। পরিবারের স্ত্রী শ্রাবন্তী চক্রবর্তী এবং আরও এক ছেলে রয়েছে তাঁদের। এদিন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন পাওয়ার পর তাপস চক্রবর্তী বলেন,

'সকাল দশটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে ফোন করে আমার মেয়ে অনুষ্কার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। স্লিপার বন্দে ভারত উদ্বোধনের দিন আমার মেয়ে একটি ছবি এঁকেছিল। সেই ছবিতে ছিল প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বৃদ্ধা মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। সেটাই নাকি প্রধানমন্ত্রীর মন ছুঁয়ে গিয়েছে। মেয়েকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ইতিমধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে প্রধানমন্ত্রীর এই ধন্যবাদ জানানো একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।' ছাত্রী অনুষ্কা চক্রবর্তী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমার এই ছবি দেখে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আসলে গুগল ঘেঁটে আমি প্রধানমন্ত্রীর মায়ের ছবি দেখেছিলাম। কারণ প্রত্যেকের জীবনে জন্ম থেকে মানুষ করা পর্যন্ত না মায়েদের অবদান থাকে। সেই চরিত্রকে সামনে তুলে ধরেই এমন একটি ছবি নিজের হাতে একে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলাম। এদিন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি ওনাদের জানিয়েছি আগামীতে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাসভবন ঘুরে দেখব।'

Format C-7

(for political parties to publish in The newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

[As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition (C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)]

Name of Political Party : **All India Forward Bloc**

Name of the Election : **General Election to West Bengal Legislative Assembly, 2026**

Name of State/UT : **West Bengal**

(1) Name of the Constituency- **106 Jagatdal Assembly Constituency**

Name of the candidate : **Parvez Ahmad Khan**

Sl. No.		Criminal Antecedents	
1.	a	Nature of the offences	The alleged offences involve wrongful restraint, assault, and causing hurt by an unlawful assembly, along with criminal intimidation, mischief, and insult affecting public peace, invoking common intention, abetment, and collective liability, including alleged snatching. The case is a counter FIR arising from a personal dispute, suggesting possible misuse of the legal process, while the deponent is cooperating with the investigation.
	b	Case No.	FIR No. 02/2026 Dated : 02.01.2026 Bhatpara Police Station
	c	Name of the Court	Ld. ACJM at Barrackpore Court
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	No
	e	Date of conviction, if any	Not Applicable
	f	Details of punishment under gone, If any	Not Applicable
	g	Any other information required to be given	It arises from a personal dispute, reflecting misuse of legal process despite a pending civil matter.
	b)	Criminal antecedents	
	a.	Nature of the offences	The alleged offences relate to assault, use of criminal force, wrongful restraint, and extortion, committed with common intention, along with intimidation affecting safety and public order. The case arises from a local dispute and is alleged to be instituted to harass, despite a pending civil matter.
	b	Case No.	FIR No. 0529/2025 Dated : 18.10.2025 Bhatpara Police Station
	c	Name of the Court	Ld. ACJM at Barrackpore Court
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	No
	e	Date of conviction, if any	Not Applicable
	f	Details of punishment under gone, If any	Not Applicable
	g	Any other information required to be given	It arises from a personal dispute, reflecting misuse of legal process despite a pending civil matter.
	C)	Criminal antecedents	
	a.	Nature of the offences	The alleged offences involve house trespass, causing simple hurt, assault on a public servant, and criminal intimidation. The case arises from a minor local misunderstanding and is presently sub judice, with the deponent cooperating with the legal process.
	b	Case No.	Jagaddal Police Station Case No. 1373/2016 dated 14/12/2016 –corresponding to GR 111/2018.
	c	Name of the Court	Ld. 4th Judicial Magistrate at Barrackpore Court
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	No
	e	Date of conviction, if any	Not Applicable
	f	Details of punishment under gone, If any	Not Applicable
	g	Any other information required to be given	It arises from a miscommunication during the period of demonetisation.
2.		The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than 100 words)	The candidate has been selected on the basis of his strong academic qualifications, proven achievements, and merit. He holds an M.Phil. in Management and an LL.B., and is a recipient of the National Youth Award conferred by the President of India, reflecting his commitment to public service. With over 16 years of experience in governance, law, and community development, he has contributed to policy and social initiatives. His integrity, long-standing association since 2008, and absence of any adverse record further justify his selection, beyond mere electoral considerations.
3.		Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)	The selection process prioritized merit, experience, public service record, and suitability for effective representation. While other individuals may not have had any criminal antecedents, they lacked the comparable qualifications, policy experience, and grassroots engagement demonstrated by the selected candidate. The allegations against the candidate arise from local disputes and are not indicative of criminal propensity. Therefore, considering his proven track record, integrity, and ability to serve the public interest, he was found to be the most suitable choice.

2. Name of the Constituency- 106 Jagatdal Assembly
Name of the candidate - Parvez Ahmad Khan

* In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Sd/- Pinaki Ranjan Sen
Signature of office bearer
Designation – State Office Secretary
Political Party Name – All India Forward Bloc

Format C-7

(for political parties to publish in The Newspapers, Social Media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

[As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition (C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011]

Name of Political Party : **All India Forward Bloc**

*Name of the Election : **General Assembly Election 2026**

Name of State/UT : **West Bengal**

(1) Name of the Constituency **-190 Chunchura**

Name of the candidate **- Sunil Kumar Saha**

Sl. No.		Criminal Antecedents	
1.	a	Nature of the offences	Offences under IPC
	b	Case No.	288/2019 GR 1109/2019
	c	Name of the Court	Ld Add CJM Chandannagar
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	YES
	e	Date of conviction, if any	NOT APPLICABLE
	f	Details of punishment under gone, If any	NOT APPLICABLE
	g	Any other information required to be given	NOT APPLICABLE
2.		The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than 100 words)	Cases are of political nature , no criminal history, long time party activist and social worker.
3.		Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)	Senior party leader, renowned social worker of the area.

(2) Name of the Constituency- 190 Chunchura
(3) Name of the candidate – Sunil Kumar Saha

* In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Sd/- Pinaki Ranjan Sen
SIGNATURE OF OFFICE BEARER OF THE POLITICAL PARTY
Designation – State Office Secretary
Political Party Name – All India Forward Bloc

Format C - 7

(for political parties to publish in the news papers, social media plat forms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates ,along with the reasons for such selection, as also as to why other Individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

[As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no.2192 of 2018 in WP (C) no . 536 of 2011]

Name of Political Party**- ALL INDIA FORWARD BLOC**

Name of the Election**- GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY FOR THE STATE – 2026**

Name of State/UT**- WEST BENGAL**

(1) Name of the Constituency**- 178, ULUBERIA DAKSHIN**

Name of the candidate**- AMIRUL ISLAM KHAN**

Sl. No.		Criminal Antecedents	
1.	a	Nature of the offences	1.Us/ 341/323/506/354/379/34 IPC, PHYSICAL ASULTED TO PEOPLE (POLITICAL) 2.Us/ 447/427/506/34 IPC, PHYSICAL ASULTED TO PEOPLE (POLITICAL) 3.U/S 341/323/506/354/34 IPC, PHYSICAL ASULTED TO PEOPLE (POLITICAL)
	b	Case No.	1.FIR NO 981/11 dt. 28.08.2011. GR- 229/11 DT. 28.08.11 Charges Framed (PENDING) 2.FIR NO 200/11 dt. 24.06.2011. GR- 1704/11 DT. 24.04.2011 Charges Framed (PENDING) 3.FIR NO 581/11 dt. 07.09.2013. GR- 1620/13 DT. 07.09.2013 Charges Framed (PENDING)
	c	Name of the Court	LD. ACJM , ULUBERIA
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	YES
	e	Date of conviction, if any	NO
	f	Details of punishment under gone, If any	NO
	g	Any other information required to be given	NO
2.		The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than100 words)	ALL THE CRIMANAL CASES REGISTERED AGAINST CANDIDATE ARE POLITICALLY MOTIVATED. HE IS A MEMBER OF AIFB HOWRAH DISRTICT COMMITTEE AND SOCIAL WORKER
3.		Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)	HE IS A GOOD ENERGETIC AND POPULAR YOUNG LEADER, HE IS A EX PANCHAYET MEMBER AND HIS WIFE ALSO EX PANCHYAT MEMBER

2. Name of the Constituency- 178 ULUBERIA DAKSHIN
Name of the candidate- AMIRUL ISLAM KHAN

Sd/- Pinaki Ranjan Sen
SIGNATURE OF OFFICE BEARER OF THE POLITICAL PARTY
DESIGNATION- State Office Secretary
ALL INDIA FORWARD BLOC

৫ মে'র পর বাংলার গোরু চোরদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেব: অমিত শাহ

গো-রক্ষক বাহিনী গঠনের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাংলায় দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নদিয়ার রানাঘাট থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যে রবিবাসরীয় প্রচারে এসে তিনি রানাঘাটে এসে বলেন, '৫ মে'র পর রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেই পশ্চিমবঙ্গের গোরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কোনও গোরু আর বাংলা থেকে পাচার হবে না। গোরু পাচারকারীদের রুখতে বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা হবে। যারা এই গোরু পাচারকারীদের রুখবে।' শাহের এই ঘোষণার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

গোরু পাচার হচ্ছে সীমান্ত দিয়ে সেটা আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে বিএসএফ, তার দায় তৃণমূল সরকারের উপর চাপাচ্ছেন তিনি। এটা করে তিনি মিথ্যাচার করছেন বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। এবার গোরু পাচারকারীদের রুখ তে বিশেষ স্কোয়াড মানে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের আদলে গোরক্ষা বাহিনী বা গোরক্ষক গঠনের ছক। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন রানাঘাটের জনসভা থেকে অমিত শাহ আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ভাল কাজ করছে। সব বুথে সিআরপিএফ পাহারায়। গুন্ডাদের ভয় পাবেন না। দেখেছেন তো ২৩ এপ্রিল কোনও গুন্ডা ভয়ে বের হতে পারেনি বাড়ির বাইরে। অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলা গড়তে হবে। ৪ মে'র পর কোনও অনুপ্রবেশকারীর ঠাঁই হবে না এই রাজ্যে। সকলকে খুঁজে খুঁজে বার করে সীমান্তের বাইরে পাঠানো হবে। চুরি আটকাতেও এক বিশেষ দল গঠন করে মাফিয়াদের শেষ করব আমরা।' প্রথম দফা নির্বাচন শেষের পর বিজেপি আসন পেয়ে গেছে বলে মন্তব্য অমিত শাহের। দ্বিতীয় দফায় আরও বেশি সংখ্যক আসন নিয়ে আসতে চলেছে বিজেপি সরকার। সরকার আসার পর দিদির সরকারের সমস্ত গুন্ডাদের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেবে বলে মন্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। শুধু তাই নয় এই দিনের প্রচারের মঞ্চ থেকেই কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন অমিত শাহ।

বহিরাগত গদ্দি মানুষের কথা মানব না: শতাব্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ''বাইরে থেকে আসা 'হিন্দিভাষি', 'দাদাগিরি', 'গুন্ডাগিরি' 'গদ্দি' মানুষের কথা মানবো না।'' সন্দেশখালির জনসভা থেকে এমনই বার্তা দিলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। সন্দেশখালিতে তাঁর জনসভায় এদিন মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

রবিবারের শেষ প্রচারে সন্দেশখালির তৃণমূল প্রার্থী ঝরনা সরদারের সমর্থনে প্রচারে আসেন শতাব্দী রায়। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি কোড়াকাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুচনেখালি স্কুলমাঠে তৃণমূল প্রার্থী ঝরনা সরদারের সমর্থনের শতাব্দী রায়ের প্রকাশ্য জনসভায় দ্বীপ অঞ্চলে মায়েদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'বিজেপি মিথ্যে প্রতিশ্রুতির উপরে ভরসা করবেন না, যেভাবে তৃণমূল সরকার আপনাদের পাশের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্প প্রতিটি দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী সহ একাধিক প্রকল্পর আপনারা সুবিধা পাচ্ছেন, সেগুলো মানবিক মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ভাওতাবাজী রুখে দিন, আমরা আবার সরকারের ক্ষমতা আসছি ৪ মে। ও-ই দিন জানতে পারবেন তৃণমূল কংগ্রেস ২০০ সিটের বেশি সমর্থন নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে আবার সরকার গঠন করবে। বিরোধীরা যতই মিথ্যে অপপ্রচার কুৎসা রটনা করুক না কেন, বাংলার মানুষ তা রুখে দেবে, যতই একটি রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক বিভাজন টেনে বাংলার মানুষকে ভাগাভাগি করে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে তা কখনও হবে না।' বহিরাগত তত্ত্ব টেনে শতাব্দী রায় আরও বলেন, 'বাংলার নির্বাচন আসলেই বাইরের থেকে লোক আসে, পাঁচ বছর অন্তত তাঁদের দেখা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের কাছে সারা বছর থাকেন, তিনি থাকলে আমরা ভালো থাকবো, আমাদের কথা ভাষা তিনি ভাল রকম বোঝে, বাইরের মানুষকে এখানে আসতে দেবেন না। রাজত্ব করতে দেবেন না।'

জননেতা ইমেজই ভরসা পুরশুড়ায়, আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আর মাত্র দু'দিনের অপেক্ষা। তারপরই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শুরু হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই প্রতিটি কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠেছে। শাসক-বিরোধী, সব দলই শেষ মুহূর্তের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জোরকদমে। তবে এই উত্তেজনার মাঝেও আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে এক আলাদা চিত্র সামনে আসছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, যেখানে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা, সেখ ানে পুরশুড়ায় তুলনামূলকভাবে কিছুটা এগিয়ে বিজেপি। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে আবারও লড়াইয়ে নেমেছেন বর্তমান বিধায়ক বিমান ঘোষ। গত পাঁচ বছরে বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তিনি এলাকায় নিজের আলাদা জনভিত্তি গড়ে তুলেছেন বলে দাবি দলের নেতাদের। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন তিনি, এমনটাই বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরশুড়ার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার চালাচ্ছেন বিমান ঘোষ। কখনও গ্রামবাংলার উঠোনে বসে চা খেতে খে তে মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন, কখনও আবার পথসভা কিংবা ছোট ছোট জনসংযোগের মাধ্যমে নিজের কাজের হিসাব তুলে ধরছেন ভোটারদের সামনে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'বিমানবাবুকে আমরা কাছ থেকে দেখেছি। উনি শুধু নেতা নন, একজন অভিভাবকের মতো। রাস্তার সমস্যা হোক বা কারও ব্যক্তিগত বিপদ, খবর পেলেই ছুটে আসেন। এই পাঁচ বছরে আমরা বহুবার তাঁর সাহায্য পেয়েছি।' একই সুর শোনা গেল গৃহবধূ মীনা দাসের গলাতেও। তিনি বলেন, 'আগে অনেক নেতা এসেছেন, ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু বিমানবাবু নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ছেন। করোনার সময় থেকে শুরু করে যেকোনও বিপদে তাঁকে পাশে পেয়েছি। তাই আমরা চাই উনিই আবার জিতুন।' শুধু সাধারণ মানুষই নয়, দলীয় কর্মীরাও আত্মবিশ্বাসী এই কেন্দ্র নিয়ে। তাঁদের দাবি, গত পাঁচ বছরে উন্নয়নমূলক কাজ এবং মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কই এই নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে। এদিকে নিজের প্রচারের ফাঁকেই সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে বিমান ঘোষ বলেন, 'পুরশুড়ার মানুষ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা আমি সততার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছি। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কাজ করেছি। আমি প্রতিশ্রুতি কম দিয়েছি, কাজ বেশি করেছি। আগামী দিনেও সেই কাজ চালিয়ে যেতে চাই।' সবমিলিয়ে নির্বাচনের আগে এই মুহূর্তে পুরশুড়ায় চায়ের দোকান থেকে গ্রামবাংলার আড্ডা, সব জায়গাতেই চলছে রাজনৈতিক আলোচনা। এখন সব চোখ ভোটের দিনের দিকে। মানুষের রায়ই ঠিক করবে, পুরশুড়ায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে, নাকি পরিবর্তনের পথে হাঁটবে এই কেন্দ্র।

বুদবুদে সময় কম থাকায় মাঝ পথেই থামল সায়নীর রোড শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: হাতে গোনা আর মাত্র একটা দিন। অর্থাৎ সোমবার প্রচারের শেষ দিন। তাই প্রচারে কোনওরকম খামতি রাখছেন না কোনও দল। প্রখর রোধ উপেক্ষা করে গ্রামে গঞ্জে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি বিধানসভায় রয়েছে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন অলোক কুমার মাঝি। অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে রবিবার দুপুরে রোড শো করেন সায়নী ঘোষ। এদিন মানকর হাটতলা থেকে সুসজ্জিত গাড়িতে চেপে রোড শো শুরু হয়। তাসা ও ঢাক ঢোল নিয়ে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থক এবং জেলা ও ব্লকের নেতাকর্মীরা সেই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রা যতই এগোতে থাকে ততই বাড়তে থাকে মানুষের ভিড় এবং উন্মাদনা। শোভাযাত্রা মানকর হাটতলা থেকে শুরু করে পৌঁছানোর কথা ছিল মানকর স্টেশন পর্যন্ত। কিন্তু একাধিক কর্মসূচি থাকায় এবং সময় কম থাকার কারণে মাঝ পথেই শোভাযাত্রা শেষ করে সায়নী ঘোষকে বেরিয়ে যেতে হয় অন্য কর্মসূচির উদ্দেশ্যে। গলসি বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি জানিয়েছেন, যেটুকু সময় পাওয়া গিয়েছিল। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁরা কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন কারণ সময় কম এবং একাধিক কর্মসূচি, তাই সায়নী ঘোষকে পরের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি হেলিকপ্টারে করে বেরিয়ে যেতে হয়। তবে সায়নী ঘোষকে কাছে পেয়ে কর্মীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ছিল এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে সমর্থন জানিয়েছে তা দেখে তিনি নিশ্চিত এবার গলসি বিধানসভাতেও তৃণমূল জিতছে। সুসজ্জিত গাড়ি থেকে মাইক নিয়ে সায়নি বলেন, দিদি থাকলেই লক্ষ্মীর ভান্ডার থাকবে যুব সাথী থাকবে তাই সকল মানুষ যেন দিদিকে ভোট দেয়। এই লড়াই বাংলা বাঁচানোর লড়াই।

অমিত শাহের সভার পালটা জামালপুরে তৃণমূলের বাইক র‌্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পাল্টা শক্তি প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার জামালপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভায় ভিড় নিয়ে যখন রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। যেখানে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বহু চেয়ার খালি পড়ে থাকার ছবি সামনে এসেছিল, ঠিক তখনই বিশাল বাইক র‌্যালি করে শক্তি প্রদর্শন করল ঘাসফুল শিবির। এদিন হালারা বিপত্তারিনীতলা থেকে মিছিলের সূচনা হয়। সেখান থেকে আটপাড়া সমবায় স্টোর হয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে জামালপুর পর্যন্ত এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এই বিশাল বাইক র‌্যালি। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক বাইক নিয়ে এই মিছিলে সামিল হন। মিছিল চলাকালীন রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় দোকানদার থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ;সকলকেই হাত নেড়ে জামালপুরের তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানাতে দেখা যায়। গাড়িতে থেকে জনসংযোগ সারেন সাংসদ, ব্লক সভাপতি ও স্বয়ং প্রার্থী। কখনও হাত জোড় করে প্রণাম, আবার কখনও হাত নেড়ে মানুষের আশীর্বাদ চেয়েছেন তাঁরা। বাজনার তালে তালে কর্মীদের নাচ আর স্লোগানে এদিন গোটা এলাকা উৎসবের মেজাজ নেয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান-পূর্বের সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার। তিনি অমিত শাহের সভাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মেহেমুদ খাঁর নেতৃত্বে জামালপুরে যখনই কোনও মিছিল হয়, তা মহামিছিলে পরিণত হয়। রবিবার মিছিলের জনজোয়ার প্রমাণ করে দিয়েছে যে জামালপুরের মানুষ ভূতনাথ মালিককেই তাঁদের বিধায়ক হিসেবে দেখতে চান। লোকসভা নির্বাচনের থেকেও এবার আমরা বড় ব্যবধানে জিতব।' অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা মেহেমুদ খাঁন বিজেপির 'সোনার জামালপুর' গড়ার প্রতিশ্রুতিকে বিঁধে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই এই রাজ্যকে সোনার বাংলা করে দিয়েছেন। নতুন করে আর কাউকে ভাবতে হবে না। জামালপুরে বিরোধীদের কোনো সংগঠনই নেই। এখান থেকে ভূতনাথ মালিক বিপুল ভোটে জয়ী হবেন।' জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী প্রার্থী ভূতনাথ মালিক। তিনি বলেন, 'জামালপুরের মানুষ সবসময় উন্নয়নের পাশে আছেন। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভোট দেবেন। মানুষের এই ভালোবাসা আর সমর্থনই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।'রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভার পরের দিনই তৃণমূলের এই বিশাল বাইক র‌্যালি জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটা স্পষ্ট করে দিল। বিজেপির সভার 'খালি চেয়ারের' বিপরীতে তৃণমূলের এই 'শক্তি প্রদর্শন' লড়াইয়ের ময়দানে শাসকদলকে অনেকটাই অক্সিজেন জোগাবে।

৭২টি দেশকে হারিয়ে অলিম্পিয়াডে বিশ্বসেরা মেমারির গোপাল সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ফের একবার বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করল বাংলা। এসওএফ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র গোপাল সাহা। বিশ্বজুড়ে ৭২টি দেশের লক্ষ লক্ষ প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে এশিয়া মহাদেশ তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে মেমারির এই কৃতী সন্তান।

পূর্ব বর্ধমানের মাসগ্রাম স্টেশন বাজার এলাকার বাসিন্দা গোপাল। বাবা প্রভাস সাহা পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং মা জয়ন্তী সাহা গৃহবধূ। গোপালের এই বিরল কৃতিত্বে খুশি পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। তাঁর বাবা-মা গর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁদের ছেলে শুধু মেমারি বা বর্ধমান নয়, বরং সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে এই গৌরব অর্জন করেছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গোপাল 'ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্ক ১' অধিকার করে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। বিদ্যালয়ের এই সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত অধ্যক্ষ অরুণকান্তি নন্দী। তিনি বলেন, 'আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে খুঁজে বের করার এবং তাদের সঠিক দিশা দেখানোর যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, গোপালের এই সাফল্য তারই ধারাবাহিক ফল।' বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক উদ্দীপনা দেওয়ার কারণেই আন্তর্জাতিক স্তরে এই মাইলফলক স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে। এই অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আগামী ২৪শে মে, ২০২৬ (রবিবার) নয়াদিল্লির ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আন্তর্জাতিক স্তরের সেরাদের সম্মানিত করা হবে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে গোপাল। বাঙালির এই বিশ্বজয় এখন মেমারির ঘরে ঘরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

সন্দেশখালিতে সরকারি নথি পোড়ানোর অভিযোগ বহিরাগতদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভিন রাজ্য থেকে এসে রাস্তার ধারে প্রচুর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং সরকারি নথি আগুনে পোড়ানোর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো সন্দেশখালিতে। যা দেখে এলাকার মানুষ তাদেরকে ঘিরে ধরে, তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে ন্যাজাট থানার পুলিশ। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং বহিরাগতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সন্দেশখালির ন্যাজাট থানা এলাকার বয়ারমারি এলাকার ঘটনা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, গুরগাঁও থেকে আসা বেশ কিছু মানুষ তাঁরা একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে এসে বাসন্তী রোডের ধারে বয়ারমারি এলাকায় গাড়িটি রেখে বেশ কিছু আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এবং সরকারি নথি পোড়াচ্ছিল। এলাকার মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বহিরাগতরা সদুত্তোর দিতে পারে না। তখনই এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। ভোটের আগে সন্দেশখালিতে পুনরায় অশান্তি তৈরি করতেই এরা এসেছিল বলে তাঁদের দাবি। ঘটনাস্থলে ন্যাজাট থানার পুলিশ। এই বিষয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ছোটদের ফ্যাশন শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বেদাংস পাবলিক স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে। রবিবার বিকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্কুলের চেয়ারম্যান ইউ কে পরাশর। তিনি বলেন, 'শুধু বইয়ের মধ্যে শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়, প্রকৃত শিক্ষা হল অন্তরের শক্তিকে বাইরে প্রকাশ' এই স্কুলে খেলাধুলার ছলে পড়ানোর পাশাপাশি সেই শিক্ষাই ছাত্রছাত্রীদের দেওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ফ্যাশন শো, আবৃত্তি, নৃত্য ও গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা, ২৯-এ প্রধানমন্ত্রী: সায়নী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম বিধানসভার কেতুগ্রাম ২ ব্লকের অন্তর্গত উদ্ধারণপুর মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভা। এই সভায় দলীয় প্রার্থী শেখ শাহনাওয়াজের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা নেত্রী সায়নী ঘোষ। সভামঞ্চ থেকে তিনি দলীয় প্রার্থীর পক্ষে জোরালো প্রচার চালান এবং এলাকার উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা এবং আগামী দিনে সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি। স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে সভাস্থল ছিল উৎসব মুখর, যা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। শেখ শাজাহানকে তিনি বলেন, 'আপনি জিতেছেন। জেতার পরে ফের আসব। সবুজ আবির মাখব। চুনো মাছের ঝাল খাব। এলাকার মানুষ আপনার সাথে আছেন, তিনি বিপুল ভোটে জিতবেন।' সায়নী আরও বলেন, 'এছাড়া বাংলার মানুষ মমতার পাশে আছেন। তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। ২০২৯-এ এবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। কারণ বাংলার মানুষ পাশে।'

বিজেপি প্রার্থীকে 'চাল চোর' বলে কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ এখন চরমে। রবিবার পারুলিয়া বৈদ্যপুর খেলার মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামীর সমর্থনে বিশাল জনসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, '২০২০ সালে রেশন সামগ্রী পাচারের ঘটনায় বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন।' তাঁর দাবি, 'ওই রেশন ডিলার গোপালবাবুর আত্মীয় এবং তদন্তের সময় বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।' এই ঘটনাকে সামনে এনে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, এলাকায় নাকি তাঁকে 'চাল চোর গোপাল' বলেও ডাকা হয়। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে গোপালবাবু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, তিনি যদি এক বাপের বেটা হন তাহলে গ্রামে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করুক তিনি চাল চোর কিনা। যদি গ্রামের একটিও মানুষ তাঁর নামে চাল চুরির কথা বলেন, তবে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী, কাটোয়ার প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রার্থী স্বপন দেবনাথ-সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক। জনসভায় উল্লেখ যোগ্য ভিড় লক্ষ্য করা যায়, যাকে ঘিরে তৃণমূল শিবিরে বাড়ছে আত্মবিশ্বাস। সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ এপ্রিলের ভোটকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে আবেদন জানান। সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার বার্তাও দেন।

বসিরহাটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে না পেরে ক্ষোভ ভোট কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পোস্টাল ব্যালোটে ভোট দিতে না পেরে ক্ষোভ ভোট কর্মীদের, ইলেকশন দপ্তরের বিরুদ্ধে স্লোগান বিক্ষোভ বসিরহাট মহকুমা শাসক দপ্তরের ঘটনা। আগামী ২৯ এপ্রিল শেষ দফার ভোট। সেই ভোটে যেসব ভোটকর্মীরা নিয়োগ হয়েছেন, তাঁদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নোটিফিকেশন জারি করা ছিল ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত। সেই নোটিশ অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকার ভোট কর্মীরা বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে আসেন রবিবার। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁদের ভোট হবে না। এরপর তাঁরা মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা ক্ষোভ দেখাতে থাকে ইলেকশন দপ্তরের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

২৬-এর ভোটে নির্ণায়ক জেলার তকমা

বাড়ছে বিজেপির সম্ভাবনার জোরালো ইঙ্গিত

দেবাশিস দে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসছে। মোট ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত এই জেলায় বর্তমানে ৩০টি আসন শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এবং একটি আসন রয়েছে আইএসএফের হাতে। তবে এবার সমীকরণ আগের মতো সহজ থাকবে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

প্রথম দফার ভোটের পর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশই মনে করছেন, এই জেলায় পরিবর্তনের হাওয়া স্পষ্ট। রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভায় গড় ভোটদানের হার ৯২ শতাংশে পৌঁছানোকে অনেকেই 'পরিবর্তনের আগাম বার্তা' হিসেবে দেখছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এত উচ্চমাত্রার ভোটদান সাধারণত শাসকবিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়, যা বিরোধী শিবির বিশেষ করে বিজেপির পক্ষে যেতে পারে। এই নির্বাচনে দুটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রভাব এবং ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই জেলায় মোট ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৬ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, যার বড় অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। গড় হিসেবে প্রতিটি বিধানসভায় প্রায় ৩৫ হাজার ভোটার বাদ পড়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই পরিস্থিতি সরাসরি ভোটের অঙ্কে প্রভাব ফেলতে পারে এবং বিজেপির পক্ষে

সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। ভোটের মেরুকরণও এবারের নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, হিন্দু ও মুসলিম ভোট কার্যত আলাদা শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে নির্বাচন পরিচালিত হওয়ায় মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছেন; এমন ধারণাও জোরালো হয়েছে। বিশেষত সম্প্রতি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ মোট পাঁচজন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন দ্বিতীয় দফায় আরও কড়া মনোভাব গ্রহণ করতে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে যদি হিন্দু ভোট বড় আকারে বিজেপির দিকে সরে আসে, তাহলে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শাসক দলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে মুসলিম ভোটের একটি অংশ যদি আইএসএফের দিকে সরে যায়, তাহলে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন আরও স্পষ্ট হতে পারে। ইতিমধ্যেই বিজেপি একাধিক আসনকে 'টার্গেট সিট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, সোনারপুর দক্ষিণ, সাগর, কাকদ্বীপ, রায়দিঘী, কুলপি, গোসাবা এবং মন্দির বাজার। পাশাপাশি বাসন্তী, কুলতলী, ডায়মন্ড হারবার, সাতগাছিয়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের যুক্তি, এই সমস্ত কেন্দ্রে হিন্দু ভোটের অনুপাত তুলনামূলক বেশি হওয়ায় রাজ্যজুড়ে যে রাজনৈতিক প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তা এখানে বিজেপির পক্ষে কাজে লাগতে পারে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণেও বিজেপির আশা আরও জোরদার হচ্ছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গোসাবায় বিজেপি ২৩ হাজার ৭০৯ ভোটে হেরেছিল, পাথরপ্রতিমায় ২২ হাজার ১২৫ ভোটে, কাকদ্বীপে তৃণমূল জিতেছিল ২৫ হাজার ৩০২ ভোটে এবং মন্দির বাজারে ব্যবধান ছিল ২৩ হাজার ৪৯৫ ভোট। একই সময়ে কুলপী বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ৩৩ হাজার ৮১৮ ভোটে জয় পেলেও এবং ডায়মন্ড হারবারে ২৫,০০০-এর বেশি ভোটে এগিয়ে থাকলেও, এই ব্যবধানগুলো বিজেপির মতে 'অপ্রতিরোধ্য নয়' এবং সঠিক মেরুকরণ হলে তা ঘোচানো সম্ভব। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রায়দিঘীতে তৃণমূলের লিড ছিল ২০ হাজার ৮৩৭ ভোট এবং সাতগাছিয়ায় বিজেপি হেরেছিল ২৩ হাজার ২১৮ ভোটে এই সমস্ত কেন্দ্রকেই বিজেপি 'ক্লোজ ফাইট' হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে, একাধিক কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব বিজেপির পক্ষে বাড়তি সুবিধা এনে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিষ্ণুপুর (তপ) বিধানসভা কেন্দ্রটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর থেকে সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও কলেজ গড়ে না ওঠায় মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। একইসঙ্গে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, পর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার অভাব এবং উন্নয়নের ঘাটতিও এই অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এখন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম 'কিংমেকার' জেলা হিসেবে উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশন যদি প্রথম দফার মতোই বা তার থেকেও কড়াভাবে ভোট পরিচালনা করে এবং মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তাহলে এই জেলার ফলাফলই রাজ্যের ক্ষমতার সমীকরণ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রযুক্তির উন্নতি থেকে জনগণনা, বহুমুখী 'মন কি বাত' প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: 'মন কি বাত'-এর ১৩৩তম পর্বে দেশবাসীর উদ্দেশে বহুমুখী ও বিস্তৃত বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে শিক্ষা, গণিত অলিম্পিয়াডে সাফল্য, জনগণনা ২০২৭, খাদ্য ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, জ্বালানি এবং যুবসমাজ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রাখেন।

প্রযুক্তির বিস্ময় ও ডিজিটাল ইতিহাসের নতুন দিগন্ত

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে প্রযুক্তি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং এটি আমাদের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া একটি বিশেষ পোর্টালে ২০ কোটিরও বেশি অমূল্য ঐতিহাসিক নথি ডিজিটাইজ করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছে। তিনি দেশবাসীকে অবশ্যই http//abhilekh.patal.in পোর্টাল পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি ইতিহাস অন্বেষণের এক অনন্য সুযোগ।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য ও অলিম্পিয়াড

বিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কে আগ্রহ রয়েছে, তাদের জন্য আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড একটি অত্যন্ত সম্মানজনক প্রতিযোগিতা বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, এই অলিম্পিয়াডে ভারতীয় মেয়েরা এ পর্যন্ত সেরা ফলাফল করেছে। এই প্রতিভাবান দলের মধ্যে রয়েছে মুম্বইয়ের শ্রেয়া মুন্ধড়া (স্বর্ণপদক), তিরুবনন্তপুরমের সঞ্জনা চাকো (রৌপ্যপদক), চেন্নাইয়ের শিবানী ভরত কুমার (ব্রোঞ্জ পদক) এবং কলকাতার শ্রীময়ী বেরা। এই দল বিশ্বে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তিনি বলেন, এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠিন বহুস্তরীয় বাছাই প্রক্রিয়া; রিজিওনাল, স্টেট ও ন্যাশনাল স্তরের পরীক্ষা পেরিয়ে নির্বাচিত ছাত্রীদের একমাসের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশনে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্রী এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং এই প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। অভিভাবকদের ভূমিকাও তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।

জনগণনা ২০২৭ ডিজিটাল উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণনা ২০২৭ বিশ্বের বৃহত্তম জনগণনা কার্যক্রম এবং এবারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হয়েছে। তিনি বলেন, নাগরিকরা নিজেরাই তথ্য পূরণ করতে পারবেন এবং একটি বিশেষ আইডির মাধ্যমে তা যাচাই করা যাবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ পরিবারের বাড়ি তালিকাভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনগণনাকে তিনি শুধুমাত্র সরকারি কাজ নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। তিনি আশ্বস্ত করেন, নাগরিকদের দেওয়া সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং শক্তিশালী ডিজিটাল ব্যবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে।

খাদ্য ঐতিহ্য ও দুগ্ধ শিল্প

ভারতের খাদ্য ঐতিহ্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি শুধুমাত্র স্বাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতীয় পনির এখন বিশ্ববাজারে নিজের জায়গা তৈরি করছে। তিনি জানান, ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক পনির প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পনিরের দু'টি ব্র্যান্ড পুরস্কৃত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পনিরের উদাহরণ তুলে ধরেন; জম্মু-কাশ্মীরের 'কলারি' (কাশ্মীরের মোজারেলা), সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ ও লাদাখের 'ছুরপি' এবং গুজরাট-মহারাষ্ট্রের 'টোপলি নু পনির' বা 'সুরতি চিজ'। তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত প্যাকেজিং এবং বিনিয়োগের ফলে এই শিল্প দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং ভারতীয় পণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছে যাচ্ছে।

সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ও শান্তিনিকেতনের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মে মাস ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেই বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংগীতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দর্শন

প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গৌতম বুদ্ধর শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সংঘাতের মধ্যে বুদ্ধের শান্তি, আত্মসংযম ও আত্মজয়ের বার্তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জ্বালানি ক্ষেত্রে অগ্রগতি

জ্বালানি ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বায়ুশক্তি ভারতের উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে। দেশের বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এটি দেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

যুবসমাজ ও বার্তা

গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রছাত্রীদের নতুন কিছু শেখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সকলকে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন।

শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী মে মাসে নতুন বিষয় ও দেশের সাফল্যের কথা নিয়ে তিনি আবারও দেশবাসীর সঙ্গে 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে কথা বলবেন।

নৈশভোজের অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের উপস্থিতিতে গুলি, ধৃত বন্দুকবাজ

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল: আমেরিকার ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ডিনার চলাকালীন বন্দুকবাজের হানা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনেই পর পর গুলি চালায় ওই বন্দুকবাজ। তবে ট্রাম্প নিরাপদে রয়েছেন। তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সিক্রেট সার্ভিসের আধিকারিকেরা। কোল অ্যালেন নামে হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন। তাঁর আনুমানিক বয়স ৩০ বছরের কাছাকাছি। জানা গিয়েছে, যুবক ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। ট্রাম্প সিক্রেট সার্ভিস এবং আইন বলবৎকারী সংস্থাগুলির কর্মীদের সাহসিকতা ও দ্রুত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা জনসমাগম বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। শনিবারের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এফবিআই। ডিরেক্টর কাশ পটেল এই বিষয়ে যে কোনও তথ্য কারওর জানা থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছেন। আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের হোটেলে আয়োজিত হোয়াইট হাউসের বার্ষিক নৈশভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ওই নৈশভোজে আমেরিকার অনেক উচ্চপদস্থ কর্তাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরও ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত কারওর আঘাতের খবর নেই। ট্রাম্প, মেলানিয়া ছাড়াও নৈশভোজের মূল টেবিলে ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। নৈশভোজের অনুষ্ঠানে ঠিক কী ঘটেছিল, সাংবাদিক বৈঠকে তা বর্ণনা করেন ট্রাম্প। হামলাকারীর সঙ্গে ইরানের কি কোনও সম্পর্ক আছে, এই প্রশ্ন করা হলে, ট্রাম্প বলেন, 'আমার তেমনটা মনে হয় না, তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। আমরা অনেক কিছুই জানতে পারব।'

গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই'

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: হোয়াইট হাউসে গুলি চালানোর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন, গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'ওয়াশিংটন ডিসিতে সাম্প্রতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার পর রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি এবং উপরাষ্ট্রপতি নিরাপদ ও অক্ষত আছেন জেনে আমি স্বস্তি পেয়েছি। আমি তাঁদের অব্যাহত নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা করি। গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই এবং এর দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করা আবশ্যক।'

পশ্চিমবঙ্গে কর্মীর খুনে তৃণমূলকে তির রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে কংগ্রেস কর্মী দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের খুনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি ঘটনার কড়া নিন্দা করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, কঠোর শাস্তি এবং নিহতের পরিবারের জন্য নিরাপত্তা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করে রাহুল গান্ধি বলেন, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে এই খুন সংঘটিত হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শোকাহত পরিবারের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের পরিবর্তে 'গুন্ডারাজ' চলছে, যেখানে ভোটের পর বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ভয় দেখানো, আক্রমণ করা এবং নির্মূল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর মতে, এটাই এখন তৃণমূলের রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

রাহুল গান্ধি আরও বলেন, কংগ্রেস কখনও হিংসার রাজনীতি করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

Format C-7

(for Political parties to publish in The newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

[As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition (C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)]

Name of Political Party : **All India Forward Bloc**
Name of the Election : **General Election to West Bengal Legislative Assembly, 2026**
Name of State/UT : **West Bengal**
(1) Name of the Constituency- **118 Madhyamgram**
Name of the candidate : **Nitai Chandra Pal**

Sl. No.		Criminal Antecedents	
1.	a	Nature of the offences	Offences under IPC
	b	Case No.	IPC 143/341/186
	c	Name of the Court	Ld. 2nd Judicial Magistrate, Barasat
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	Yes
	e	Date of conviction, if any	Not Applicable
	f	Details of punishment under gone, If any	Not Applicable
	g	Any other information required to be given	Not Applicable
2.		The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than 100 words)	Cases are of political nature , no criminal history, long time party activist and social worker.
3.		Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)	Senior party leader, renowned social worker of the area.

(2) Name of the Constituency- 118 Madhyamgram
Name of the candidate – Nitai Chandra Pal
* In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Sd/- Pinaki Ranjan Sen
Signature of office bearer
Designation – State Office Secretary
Political Party Name – All India Forward Bloc

Format C•7

(for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates ,along with the reasons for such selection, as also as to why other Individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

[As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no.2192 of 2018 in WP (C) no .536 of 2011]

Name of Political Party- **ALL INDIA FORWARD BLOC**
Name of the Election-**GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY FOR THE STATE – 2026**
Name of State/UT- **WESTBENGAL**
(1) Name of the Constituency-**175, PANCHLA**
Name of the candidate-**FARID MOLLAH**

Sl. No.		Criminal Antecedents	
1.	a	Nature of the offences	U/S- 174(A) RAILWAY ACT . DEMOSTRATION OF RAILWAY TRACK
	b	Case No.	RPF POST ULBERIA PS -21/11,DT.-7.02.2011, GR -50 CP/11
	c	Name of the Court	Ld. A.C.J.M, ULUBERIA
	d	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	NO
	e	Date of conviction, if any	NOT APPLICABLE
	f	Details of punishment under gone, If any	NOT APPLICABLE
	g	Any other information required to be given	NOT APPLICABLE
2.		The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than100 words)	REGISTERED AGAINST CANDIDATE ARE POLITICALLY MOTIVATED. HE IS A MEMBER OF AIFB HOWRAH DISRTICT COMMITTEE & STATE COMMKITTEE , SOCIAL WORKER, EX- GP PRODHAN AND EX- SAHAKARI SABHAPATI , PANCHLA PANCHAYET SAMITY
3.		Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)	HE IS A GOOD ENERGETIC AND POPULAR YOUNG LEADER, HE IS A MEMBER OF AIFB HOWRAH DISRTICT COMMITTEE & STATE COMMKITTEE , SOCIAL WORKER, EX- GP PRODHAN AND EX- SAHAKARI SABHAPATI, PANCHLA PANCHAYET SAMITY

2. Name of the Constituency- 175, PANCHLA
Name of the candidate- FARID MOLLAH

Sd/- Pinaki Ranjan Sen
SIGNATURE OF OFFICE BEARER OF THE POLITICAL PARTY
DESIGNATION- State Office Secretary
ALL INDIA FORWARD BLOC

শাটার থামল চিরতরে, প্রয়াত ছবিওয়ালা রঘু রাই

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল: ক্যামেরা কখনও নিরাশ করেনি তাঁকে। ক্যামেরা ছিল তাঁর জীবনচর্যায় অঙ্গাঙ্গী। লেন্স, ফোকাল লেন্থ, অ্যাপারচার, শাটার স্পিড... এসবই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গী। সেই ক্যামেরা থেকেই এবার থামল ফ্ল্যাশের আলোর ঝলক। রবিবার ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত চিত্রসাংবাদিক রঘু রাই। চিত্রসাংবাদিকতার জগত হারাল এক প্রকৃত অভিভাবককে। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে রবিবার প্রয়াণের সংবাদটি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রয়াণকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী গুরমিত, পুত্র নীতিন এবং তিন কন্যা লগন, অবনী ও পূরবীকে।

নিজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হলেও রঘু রাই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ছবি তোলাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, অতীতকে ক্যামেরাবন্দি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপহার হিসেবে রেখে যাওয়াই একজন আলোকচিত্রীর প্রধান কাজ। তাঁর তোলা ছবি পেয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। চিত্রসাংবাদিকতার দুনিয়ায় ছয় দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী বর্ণাঢ্য এক কর্মজীবন রেখে গিয়েছেন রঘু রাই। ২৩ বছর বয়স থেকে তিনি ছবি তোলা শুরু করেন। দাদার হাত ধরে ক্যামেরায় তাঁর হাতেখড়ি। বহু স্মরণীয়, গুরুত্বপূর্ণ ছবি তুলেছেন তিনি। অতীতকে ক্যামেরায় বন্দি করে ভবিষ্যৎকে উপহার দেওয়াই ছিল তাঁর নেশা। সারা ভারত জুড়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ছবির সঙ্গে রঘুর নাম জড়িয়ে রয়েছে। ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে তিনি দেশের বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। চিত্রসাংবাদিক ও আলোকচিত্রীরা বলেন, রঘুর ছবিই নিজেই কথা বলে। তাঁকে আলাদা করে আর কিছু বলে দিতে হয় না। তাঁর সৃষ্টির গভীরতা বোঝাতে কোনও বাড়তি ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ত না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি, ধর্মগুরু দালাই লামা, শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে এবং চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের তোলা ছবির জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাইরে তাঁর ক্যামেরায় উঠে এসেছে মাদার টেরেজার মতো ব্যক্তিত্বও। তাঁর তোলা ভোপালের গ্যাস বিপর্যয়ের কিছু ছবি স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-সহ ওপার বাংলার অনেক ছবি রঘু রাই তুলেছিলেন। তাঁর তোলা তাজমহলের ছবিও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৯৭২ সালে পেয়েছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কার।

আপের ভাঙনে সংকট গভীর, হরভজনের নিরাপত্তায় বিতর্ক

চণ্ডীগড়, ২৬ এপ্রিল: পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র আকার নিচ্ছে। দলের সাত রাজ্যসভার সাংসদের দলত্যাগ ও বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে নিরাপত্তা ও ক্ষমতার কেন্দ্রকে ঘিরে টানাপোড়েন প্রকাশ্যে আসায় বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা রাজ্যসভার সাংসদ হরভজন সিং ওরফে ভাজ্জির নিরাপত্তা ইস্যু এখন এই রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

পঞ্জাব সরকার হঠাৎই ভাজ্জিকে দেওয়া 'ওয়াই' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয়। জলন্ধরে তাঁর বাসভবনে মোতায়েন থাকা পঞ্জাব পুলিশের জওয়ানদের তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এই সিদ্ধান্তের পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করে তাঁকে সিআরপিএফ নিরাপত্তা দেয়। ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও ভাজ্জি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দল ছাড়ার বা অন্য দলে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেননি, তবু তাঁর চলাফেরা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। এদিকে, দলত্যাগী গোষ্ঠীর নেতৃত্বের দাবি করা রাঘব চাড্ডা জানিয়েছেন, সাত সাংসদ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। এর আগে তাঁর নিরাপত্তাও কমানো হয়েছিল, পরে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা দেওয়া হয়। এই ঘটনাপ্রবাহে আপের ভিতরে বড় ভাঙনের ইঙ্গিত মিলছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ বিক্রমজিৎ সাহনি দাবি করেছেন, দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর কাছে পদত্যাগ চেয়েছিলেন। প্রথমে রাজি হলেও পরে পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত বদলান। সাহনি বলেন, পঞ্জাবের পরিস্থিতি 'আইসিইউ'-এর মতো এবং রাজ্যকে বাঁচাতে কেন্দ্রের শক্তিশালী সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্য দিকে, দলে থাকা কিছু সাংসদ এই ভাঙনের বিরোধিতা করেছেন। সন্ত সিচেওয়াল জানান, রাঘব চাড্ডা তাঁকে 'আজাদ গ্রুপ' গঠনের বিষয়ে ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, দলের ভিতরে থেকেই পঞ্জাবের জন্য কাজ করাই সঠিক পথ। পুরো ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্রোহী সাংসদদের কটাক্ষ করেন এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়ে 'রাইট টু রিকল'-এর আওতায় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতির কথা জানান।

ময়দান

চেন্নাইকে হেলায় হারাল গিলবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার আইপিএলে ছিল শুধুই রানের উৎসব। কিন্তু মাত্র একদিনের ব্যবধানে রবিবার চেন্নাই সুপার কিংস ও গুজরাত টাইটান্সের ম্যাচে দেখা গেল সম্পূর্ণ উলটো ছবি। কম রানের ম্যাচে শেষ পর্যন্ত গুজরাত ৮ উইকেটে জয় তুলে নিয়ে আবার জয়ের ধারায় ফিরল। টসে জিতে গুজরাত অধিনায়ক শুভমান গিল প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান চেন্নাইকে। শুরু থেকেই বোঝা যায়, উইকেটে বল সহজে ব্যাটে আসছে না। চেন্নাইয়ের ব্যাটাররা স্বাভাবিক ছন্দে রান তুলতে পারেননি। ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ১৫ বলে ১১ রান করে আউট হলেও ব্যক্তিগতভাবে বড় মাইলফলক স্পর্শ করেন। আইপিএলে পাঁচ হাজার রানের ক্লাবে নাম লেখান তিনি। তবে সঞ্জু ফিরে যাওয়ার পর বড় ধাক্কা খায় চেন্নাই। উরভিল প্যাটেল, সরফরাজ খান ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস কেউই রান করতে পারেননি।

লখনউয়ের ঘরের মাঠে রাজত্ব রিঙ্কুর, সুপার ওভারে শেষ হাসি কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লখনউয়ে রবিবার সন্ধ্যায় দেখা গেল এক সিনেমার মতো ম্যাচ। কখনও কলকাতা নাইট রাইডার্স ধসে পড়ল, কখনও লখনউ সুপার জায়ান্টস জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু শেষ হাসি হাসল কলকাতাই। আর সেই জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রিঙ্কু সিং। ব্যাট হাতে বিস্ফোরক ইনিংস, মাঠে দুর্দান্ত ফিল্ডিং এবং শেষে সুপার ওভারে জয়ের শট;সব মিলিয়ে ম্যাচের নায়ক তিনিই। টসে জিতে লখনউ কলকাতাকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায়। শুরু থেকেই বিপর্যয়ে পড়ে কেকেআর। মাত্র ৩১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। অজিঙ্ক রাহানে ফের ব্যর্থ হন। টিম সেইফার্ট শূন্য রানে ফেরেন। অঙ্গকৃষ রঘুবংশীও বড় রান করতে পারেননি। পাওয়ার প্লে শেষে কলকাতার স্কোর ছিল মাত্র ৩১/৩।

এই অবস্থায় দলের হাল ধরেন রিঙ্কু সিং। অন্যদিকে ক্যামেরুন গ্রিন কিছুটা লড়াই করেন। তিনি ২১ বলে ৩৪ রান করে আউট হন। তবে ইনিংসের আসল গল্প ছিল রিঙ্কুর ব্যাটে। ধৈর্য ধরে শুরু করে শেষ দিকে ঝড় তোলেন তিনি। বিশেষ করে শেষ ওভারে চারটি ছক্কা মেরে ম্যাচের রং বদলে দেন। ৫১ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ৭টি ছক্কা। রিঙ্কুর দাপটে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৫ রান তোলে কলকাতা। লখনউর হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেন মহসিন খান। শুরুতেই কলকাতার ব্যাটিং ভেঙে দিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নেন তিনি। ১৫৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু করে লখনউ। মিচেল মার্শ দ্রুত আউট হলেও দ্বিতীয় উইকেটে আইডেন মার্করাম ও ঋষভ পন্থ দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১০ ওভার শেষে লখনউর স্কোর ছিল ৬৩/১। এরপর ম্যাচে ফের কলকাতাকে টেনে আনেন রিঙ্কু সিং। বাউন্ডারি লাইনে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে মার্করামকে ফেরান তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ৩১ রান করেন। এরপর ঋষভ পন্থ ৩৮ বলে ৪২ রান করে আউট হন। তাঁর উইকেট পড়তেই ম্যাচ ঘুরে যায়। আয়ুশ বাদনি ২৪ রান করে কিছুটা লড়াই চালালেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ টাই হয়ে যায়।

শেষ ওভারে লখনউর দরকার ছিল ১৭ রান। কার্তিক ত্যাগীর করা সেই ওভারে জোড়া নো-বল, শর্ট বল এবং নাটকীয় মুহূর্তে খেলা গড়ায় শেষ বলে। শেষ বলে ছক্কা মেরে সামি ম্যাচকে সুপার ওভারে নিয়ে যান। চলতি মরসুমের প্রথম সুপার ওভারে বল হাতে আসেন সুনীল নারিন। প্রথম বলেই নিকোলাস পুরানকে বোল্ড করেন তিনি। এরপর দ্রুত উইকেট পড়তে থাকে। মাত্র তিন বলেই শেষ হয়ে যায় লখনউর ইনিংস। জয়ের জন্য কলকাতার দরকার ছিল মাত্র ২ রান। ব্যাট হাতে নেমে প্রথম বলেই চার মেরে ম্যাচ শেষ করে দেন রিঙ্কু সিং। যেন গল্পের শেষ দৃশ্যও লেখা ছিল তাঁর জন্যই। এই জয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স পয়েন্ট তালিকায় উঠে এল আট নম্বরে। তবে স্কোরবোর্ডের বাইরে এই রাত মনে থাকবে একটাই কারণে;রিঙ্কু সিং নামের এক অলরাউন্ড নায়কের জন্য।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

দেবব্রত মজুমদার • তৃণমূল প্রার্থী

যাদবপুর বিধানসভায় এবার তিন দলের লড়াইয়ে হতে পারে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য • সিপিএম প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

ভোটের দিন ঘোষণার আগে থেকেই শিরোনামে চলে এসেছিল যাদবপুর। কারণ, বঙ্গ বিজেপিতে যাদবপুর প্রার্থী চয়নের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল অসন্তোষ। শুধু তাই নয়, বিজেপির তরফে বড় বড় হোর্ডিংয়ে লেখাও হয়, বহিরাগত প্রার্থীকে মেনে নেওয়া হবে না। সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বসবাসকারী স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বিজেপি প্রার্থী চাই।' নিচে লেখা ছিল, প্রচারে বিজেপি যাদবপুর বিধানসভার সকল কর্মীবৃন্দ। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই এমন এক ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্য নেতৃত্ব।

এদিকে এই যাদবপুর বঙ্গ রাজনীতিতে পরিচিতি পেয়ে এসেছে লালদুর্গ বলেই। শুধু তাই নয়, এটি বুদ্ধিজীবী এবং শিল্প আন্দোলনের পীঠস্থানও বটে। একই সঙ্গে বাম ও অতিবামদের আঁতুড়ঘর। ফলে এই বিধানসভা কেন্দ্রটি নিয়ে এক অন্য আবেগের জায়গা রয়েছে বামপন্থীদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই যাদবপুর থেকেই পাঁচবারের বিধায়ক হন। জীবনের শেষ নির্বাচনে বুদ্ধবাবুকে হারতেও হয়েছিল এই যাদবপুর থেকেই। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই যাদবপুরে একটা সময় বামদের সংগঠন খুব শক্তিশালী ছিল। সেই দুর্ভেদ্য সংগঠন, ভোট মেশিনারি একদিনে তৈরি হয়নি। তিল তিল করে সিপিএম তা গড়ে তুলেছিল ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর। ১৯৪৭-এর দেশবিভাজনের পর ওপার বাংলা থেকে ভিটেমাটি হারিয়ে কাতারে কাতারে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে বাম ভাবনার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এরপর ১৯৭৭-এ পালাবদলের সুবাদে সেখানে বামেরা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনকে আরও জোরদার করে তোলে।

বিজয়গড়, বিক্রমগড়ের মতো এলাকার উদ্বাস্তু পরিবারগুলির যুবকদের দেখা যেতো পার্টির হয়ে রাঙ্গা স্তায় নামতে। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় তার চেহারা ছিল সর্বাত্মক, ফাঁকফোকরহীন। আর ঠিক এইভাবেই যাদবপুরে একচ্ছত্র, প্রশ্নাতীত আধিপত্য কায়েম করেছিল বামেরা। কলোনি কমিটি, স্কুল, কলেজ পরিচালন সমিতি, বাজার, ক্লাব কমিটি সবই ছিল তাঁদের দখলে। এলাকার সব ব্যাপারেই তাদের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পার্টির একপেশে দাপট একটা সময় সীমা ছাড়াতে শুরু করে। পারিবারিক ঝামেলা থেকে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদেও ঢুকে পড়তে দেখা যেতো পার্টির লোক, মহিলা সমিতির সদস্যদের নাক গলাতে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য বিচার হত না। শুধু তাই নয়, দলীয় মুখপত্রও অনেক বাড়িতে বাধ্য হয়ে রাখতে হত। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও পক্ষপাতের অভিযোগ উঠতে শুরু করে বাম আমলের শেষদিকে। এসবের ফলে রাজ্যে পালাবদলের পর যাদবপুরে বামপ্রভাব ক্রমেই আলগা হতে শুরু করে। ২০২৬-এ সেই আসন পুনরুদ্ধারে এবারে বামেরা প্রার্থী করেছে প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ তথা নামী আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। উল্টোদিকে তৃণমূলের প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। আর পদ্মশিবিরের প্রার্থী টেলি অভিনেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়।

যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভৌগোলিক ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলে রাখতে হয়, এর কিছুটা অংশ পড়ে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। যাদবপুর লোকসভা আসনও রয়েছে। তবে বিধানসভা আসনটি কলকাতা কর্পোরেশনের ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভার মধ্যে একটি। যাদবপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৬৭ সালে তৈরি হয়েছিল এই কেন্দ্র। ১৯৮৩ সালের উপনির্বাচন সহ ১৫টি ভোটের সাক্ষী যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র। ১৫ টি ভোটের মধ্যে ১৩ বারই জিতেছে সিপিএম। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বুদ্ধদেবকে ৫ বার জিতিয়েছে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ। এরপর ২০১১ সালে বঙ্গ জুড়ে জোড়াফুলের যে ঝড় ওঠে তখনই এই কেন্দ্রে প্রথম জয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস। ১৬ হাজার ৬৮৪ ভোটে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী মণীশ গুপ্ত।এরপর ২০১৬ সালে ফের ওই কেন্দ্রে জয় পান সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, এই কেন্দ্রে বরাবরই হেভিওয়েট প্রার্থী দেয় সব দল। ২০২১ সালে সুজনকে হারিয়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার। ৩৮ হাজার ৮৬৯ ভোটে হারান সুজনকে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের প্রার্থী সায়নী ঘোষ বিপুল ভোটে জেতেন। এদিকে বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য তৃতীয় স্থানে নেমে যান। তাত্ পর্যপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুরে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮২৮। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৮৬। এই আসনে তফসিলি জাতি ভোটারদের সংখ্যা মোট ভোটারদের প্রায় ১১.৬৮ শতাংশ, আর মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা আনুমানিক ৮ শতাংশ। যাদবপুর সম্পূর্ণ শহুরে এলাকা, এখানে কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই।

তবুও ভোটদানের হার ধারাবাহিকভাবে ৮০ শতাংশের ওপরে থেকেছে, যা রাজনৈতিক সচেতনতারই ইঙ্গিত দেয়। এর পাশাপাশি ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আজ ভারতের অন্যতম সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে।শুধু তাই নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ সেন্টার, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর মতো নামী প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই কেন্দ্রে। এদিকে এই বাম আমলেই এই অঞ্চলের বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ মারাত্মকভাবে কমে যায়। ফলে বর্তমানে যাদবপুরের অর্থনীতি নির্ভর করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খুচরো ব্যবসা এবং পরিষেবা খাতের উপর।

এই ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও এলাকায় বামেদের মূল শক্তি সেই পুরনো ভোটব্যাঙ্ক এবং আবেগ। দূর দূর থেকে যাদবপুরে পড়তে আসা চশমা, পাতলা ঠোঁটের চেনা হাসির মালিককে চেনে যাদবপুর। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। যাদবপুর বিধানসভার সিপিএম কর্মীরা বলছেন, 'এই ইউএসপিটাই শেষ ভরসা। অস্বীকার করে তো লাভ নেই বুদ্ধবাবুর একটা ইমেজ আছে। কর্মসংস্থানের জন্য তিনি লড়েছিলেন। যাদবপুরের মানুষকে আমরা সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।' পাশাপাশি বামেদের ভরসা রাজ্য জুড়ে তৈরি হওয়া এক প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। অন্যদিকে তৃণমূলের মূল ভরসা সংগঠন এবং পরিষেবা। তৃণমূলের দাবি, ইতিমধ্যেই পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে যাদবপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। ঢালাই ব্রিজে নতুন জলপ্রকল্প তৈরি হচ্ছে। টালা, পলতা, গার্ডেনরিচ, ধাপার পর যাদবপুর এই প্রথম কোনও জলপ্রকল্প পাচ্ছে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি চালু হয়ে যাওয়ার কথা। তারপরে যাদবপুর বিধানসভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের আর ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর করতে হবে না। তাছাড়া এলাকার যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ নিয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের দাবি, আগামী দিনে বাঘাযতীন স্টেশন রোডে যানজট কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেখানে হকার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হবে। সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, কাউকে সরানো হবে না। হকারদের জীবিকাকে সুরক্ষিত রাখতে চালু করা হবে সুসংগঠিত ভেন্ডার ব্যবস্থাপনারও। এদিকে যাদবপুর অঞ্চলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল বাঘাযতীন এবং বিজয়গড়। তৃণমূলের দাবি, হাসপাতালগুলিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে, যেমন ডিজিটাল এক্স-রে সহ নতুন সুবিধা যুক্ত হয়েছে। তবে, আগামী দিনে বাঘাযতীন হাসপাতাল এবং বিজয়গড় হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য সেখানকার পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের কাজ করা হবে। এই যাদবপুরেই কয়েকটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যায় বর্ষার শুরুতেই। সেই সমস্যা মেটানোর আশ্বাসও দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। দেবব্রত মজুমদারের সুবিধা হল, তিনি এলাকায় থাকেন। তাঁর কাছে গেলে কাউকে খালি হাতে ফিরতে হয় না। ফলে নিজস্ব ভাবমূর্তি তাঁর স্বচ্ছ এবং 'কাছের লোকে'র। তাছাড়া সংগঠনও চরম শক্তিশালী তৃণমূলের। যে কলোনি এলাকাগুলিতে একসময় লালঝান্ডা উড়ত সেখানে জায়গা নিয়েছে তেরঙ্গা ঘাসফুল।আর শ্রীকলোনি বাজার থেকে বাঘা যতীন মোড় যাওয়ার পথে সিপিএমের পুরনো পার্টি অফিসটি ধুঁকছে যেন। যাদবপুর বিধানসভার নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃতীয় পক্ষ বিজেপি। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো যাদবপুরেও গত কয়েক বছরে বাম ভোট রামে গিয়েছে। বিজেপির সংগঠনের পালেও হাওয়া লেগেছে। ২০১৯ থেকে সব নির্বাচনেই বিজেপি এলাকায় দ্বিতীয় হয়ে আসছে। ফলে এবারে তাঁরাও পুরোদস্তুর লড়াইয়ে।প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া যদি থেকেই থাকে, তাহলে সেটার সুবিধা পাওয়ার কথা বিজেপিরও। আর সেই কারণেই জয় নিয়ে বিজেপির প্রার্থী শর্বরীর গলায় আত্মবিশ্বাসের কোনও কমতি নেই। যাদবপুরে এবারে যে বিজেপি জিতবে, এই বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত তিনি। এই প্রসঙ্গে শর্বরী এও জানান, 'আমি শুধু এইটুকুই জানি যে বিজেপির নেতৃত্ব জানতেন যাদবপুর আমরা জিতব। তাই প্রার্থী নির্বাচনের সময় এই ভরসাটা তাঁর ওপর করেছেন তাঁরা।' তবে প্রতিপক্ষকে সরাসরি আক্রমণ নয়। বরং তাঁকে পূর্বসূরি বলে কিছুটা কটাক্ষের সুরে শর্বরী জানান, 'উনি যে পতাকা ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই পতাকাই আমি নিয়ে দৌড়ে চলেছি। সুতরাং আমি জানি যে উনি জানবেন ওঁর উত্তরসূরি আমি। লড়াই থাকবে। মতাদর্শের লড়াই।' এবারের লড়াইয়ে যাদবপুর ন্যায়ের লড়াই, ধর্মের লড়াই লড়বে বলেও জানান এই বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী। তাঁর কথায়, এবারের নির্বাচনে যে লড়াই যাদবপুর লড়বে সেটা হবে ন্যায়ের লড়াই। ধর্মের লড়াই।ভয় মুক্ত রাজনীতির লড়াই লড়বে যাদবপুর। সিন্ডিকেট মুক্ত যাদবপুর এই লড়াই লড়বে। সঙ্গে লড়াই হবে নানা দাবি নিয়ে। যেমন, যাদবপুরে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতাল নেই। বাম আমলেও চেষ্টা ছিল তবে তা হয়ে ওঠেনি। কখন যেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে পুঁজিপতিদের হাতেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল সরকারি খাস জমি। সরকারি হাসপাতাল হয়নি। আর যাদবপুরের মানুষের কাছে তাঁর অঙ্গীকার যাদবপুরে প্রকৃত পরিকাঠামো সমেত সরকারি হাসপাতাল হবে। যাতে যাদবপুরের মানুষকে আর ভাঙড়ে গিয়ে ২ হাজার মানুষের পিছনে লাইন দিতে হবে না। আর যাদবপুরে খেলার জায়গা রয়েছে। স্টেডিয়াম রয়েছে। তাকে ন্যাশনাল মানের তৈরি করতেও চান তিনি।

এর পাশাপাশি যাদবপুরের মানুষকে শিক্ষিত সচেতন মানুষ বলেও অভিহিত করেন বিজেপির প্রার্থী। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, এখানের মানুষকে ভাতা দিয়ে কেন যাবে না। শর্বরীর কথায়, 'যাদবপুরের মানুষ পরিবর্তনকামী। তাঁরা বারে বারে যাদবপুরের পরিবর্তন দেখেছেন। পরিবর্তন এনেছেন। যাদবপুরের মাতৃশক্তির প্রতি আমার এই আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে যে যাদবপুরকে ভাতা দিয়ে কেনা যাবে না।' তবে এটা ঠিক যে যাদবপুর বিধানসভায় এই ত্রয়ীর লড়াইয়ে বড় সমস্যা হল, ভোটাররা বিভ্রান্ত। তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ এখানে বিকাশ না শর্বরী, সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। তৃণমূল অবশ্য বলছে, ওদের মধ্যে লড়াই দ্বিতীয় হওয়ার জন্য।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
দেবব্রত মজুমদার	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৮,১০০	৪৫.৫৪ %
ড. সুজন চক্রবর্তী	বিজেপি	৫৯,২৩১	২৭.৫০ %
রিঙ্কু নস্কর	সিপিএম	৫৩,১৩৯	২৪.৬৭ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
যাদবপুর	২,৫০,০০০	২,৫৬,১৩৬	২,৬০,০৯১

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

শর্বরী মুখোপাধ্যায় • বিজেপি প্রার্থী

পড়ুয়াদের দেখা যায় পার্টির হয়ে ঝান্ডা ধরা এবং দেওয়াল লিখনের কাজ করতে। ফলে কর্মীরও খুব অভাব নেই। সমস্যা হল প্রার্থী নির্বাচন। পুরনো ভোটারদের মধ্যে পেনিট্রেট করার জন্য বিকাশকে প্রার্থী করে হয়তো আবেগের জায়গাটা ধরতে চেয়েছে সিপিএম। তবে একেবারে প্রথমের দিকে প্রচারে বেরিয়েই একাধিক জায়গায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় বিকাশ রঞ্জনকে। আড়ালে লোকে তাঁকে ডাকছেন, 'চাকরিখেকো' নামে।

কারণ, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর করা মামলার প্রেক্ষিতেই ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল বাংলার ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সে প্যানেলের সবাই অযোগ্য ছিলেন না। যার জেরে ভোট প্রচারে 'কটূক্তি' শুনতেই হচ্ছে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। আর বিকাশের পিঠ বাঁচাতে যাঁর ছবি দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা, তিনি মারা গিয়েছেন দু'বছর হতে চলল। শুভ্র কেশ, কালো ফ্রেমের ফোটোক্রোম্যাটিক লেন্সের

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখোপাধ্যায়।

প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার।

প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

প্রচারে রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সী

বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংয়ের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারী।

প্রচারে বালিগঞ্জ কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী রোহন মিত্র।